কুরআন-হাদীসের আলোকে

জান্নাতী নারী

হযরত মাওলানা তারিক জামিল দা.বা.

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

জান্নাতী নারী

মাওলানা তারিক জামিল দা. বা.

بسم الله الرحمن الرحيم

জান্নাতী নারী

মূল

মাওলানা তারিক জামিল দা. বা.

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মাওলানা মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান
ফাযেল : জামিয়া আরাবিয়া কওমিয়া বিশ্বরোড মাদরাসা

মাকতাবাতুস সাঈদ
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বই : জান্নাতী নারী
মূল : মাওলানা তারিক জামিল দা. বা.
অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান
প্রকাশক : আবদুল্লাহ আল মামুন
প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সাঈদ
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৩৭৪৯০৯০৩
স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৪ ইং
সজ্জায়ন : আলহাবীব কম্পিউটার

প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুল আযীয
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা-
১১০০ ফোন : ০১৭৩০৯৯৫৭৭২

জামিয়া লাইব্রেরী
অন্ধ মার্কেট, সাভার, ঢাকা
ফোন : ০১৭৭৭৯৩৭০৪১

মাকাতাবাতুল আবরার
ইয়াকুব প্লাজা, সাভার, ঢাকা
ফোন : ০১৩০০৮৬৬৪৭১

আল কারীম লাইব্রেরী
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল
ফোন : ০১৯২০৯০৯৫৫০

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com
www.khidmahshop.com
facebook.com/Raiyaan-Shop
facebook.com/maktabatulkolb
facebook.com/inspirebookshop
facebook.com/islamicboighor
facebook.com/Humanity.com.bd
www.boishala.com
www.wafilife.com
www.seanpublication.com
facebook.com/mollarboi
facebook.com/boipaidotcom
facebook.com/alfarisshop
facebook.com/alhidaayahshop
facebook.com/manjilshop
facebook.com/boikitabb

মূল্য : ১৪০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে মুসলমান জাতির অন্তর্ভূক্ত করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন । অসংখ্য দুরূদ ও সালাম জানাই মানবতার মুক্তির দূত আকায়ে নামদার সরদারে দোজাহান হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গকারী হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর প্রতি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় করুণা ও মেহেরবাণীর বদৌলতে আমাদেরকে জগতের শ্রেষ্ঠজাতি 'আশ্‌রাফুল মাখলুকাত' তথা মানবজাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বিশেষত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের দলভুক্ত করে আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা নারীজাতিকে সৃষ্টি করেছেন স্বামীর হৃদয়-মনকে প্রশান্ত করার লক্ষ্যে। আল্লাহর ইবাদতের পর নারীর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে তার স্বামীর খেদমত করা। এতে করে দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে অনাবিল সুখ-শান্তি। এ দাম্পত্য সুখ-শান্তিই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুখ-শান্তির উৎস। সুতরাং এ কথার বলা চলে যে, একটি দেশ কিংবা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারী-পুরুষ তথা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। আর তা প্রতিষ্ঠা করা যায় স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কোমলতাভাব ও শরয়ী খেদমত তথা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর যথাযথ অধিকার পূর্ণ করার মাধ্যমে। মহিলাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক মহিলা শরীয়তভিত্তিক জীবন-যাপন করতে পারছে না। সে বিষয়টি লক্ষ্য করেই এ গ্রন্থে মহিলাদের এমন কিছু গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যে গুণগুলো অবলম্বন করে একজন নারী জান্নাত লাভ করতে পারে, তাহলেই আমাদের এ শ্রম সার্থক হবে।

গ্রন্থখানা যাতে সর্বস্তরের মানুষের জন্য বোধগম্য হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় লেখার চেষ্টা করছি। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে ভুলত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। এজন্য অধ্যয়নকালে কোনো ভুলত্রুটি পাঠক-পাঠিকাগণের দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে অবগত করলে আন্তরিকভাবেই চিরকৃতজ্ঞ হব ও পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিব ইনশাআল্লাহ।

অবশেষে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন স্বীয় মেহেরবাণীতে গ্রন্থখানা আমার ও পাঠক-পাঠিকাগণের পরকালীন নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন!

সূচিপত্র

নেককার নারীর বৈশিষ্ট্য ৭
নেককার নারীর গুণাবলী ৮
সরলতা নারীর সৌন্দর্য ৯
আনুগত্য নারীর উদাহরণ ১০
নারীর দায়িত্ব ১৩
দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর কর্তব্য ১৩
স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার ১৭
জান্নাতী নারীর বৈশিষ্ট্য ১৯
আদর্শ স্ত্রী ২৮
নারীদের জন্য অনুকরণীয় এক অনুপম আদর্শ..৩৪
চারটি গুণের নারী জান্নাতী..৪৬
সৌভাগ্যবান নারীর গুণ ৪৭
উত্তম নারীর গুণ..৪৭
স্ত্রীর জান্নাত তার স্বামী..৪৮
অল্প তুষ্টির গুণ..৪৯
অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ৪৯
জান্নাতীদের নেয়ামতসমূহ ৫২
জান্নাতের নহরসমূহ ৫২
'হুর' তথা সুন্দরী নারী ও জান্নাতীদের বাসস্থান ৫৩
জান্নাতীদের খাদ্য ও পানীয় ৫৭
জান্নাতের সহজ পথ ৫৮
জান্নাতী নারীদের গুণাবলী ৬২
নারীদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের কারণ ৬৩
দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ নেককার স্ত্রী ৬৩

নেককার নারীর বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

অতএব যারা সতী-সাধবী স্ত্রী লোক তারা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম পালনকারীণী এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে গোপনীয় বিষয়গুলির হেফাজতকারীণী হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ নিজেই তার হেফাজত করেন”[১]

ইবনে কাসির রহ. লিখেন, فَالصَّالِحَاتُ শব্দের অর্থ নেককার নারী, ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য মুফাসসিরের মতে قَانِتَاتٌ শব্দের অর্থ স্বামীদের আনুগত্যশীল নারী, আল্লামা সুদ্দী ও অন্যান্য মুফাসসির বলেন حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ শব্দের অর্থ স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ রক্ষাকারী নারী।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, আপন লজ্জাস্থান হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের সেসব স্ত্রী জান্নাতী, যারা মমতাময়ী, অধিক সান্তনা প্রসবকারী, পতি-সঙ্গ প্রিয়-যে স্বামী গোস্বা করলে সে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি দুনিয়ার কোনো স্বাদ গ্রহণ করব না।”

আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন নারী সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেন, ‘যে নারী স্বামীকে আনন্দিত করে, যখন স্বামী তার

---

১ সূরা নিসা : আয়াত-৩৪।

দিকে দৃষ্টি দেয়। যে নারী স্বামীর আনুগত্য করে, যখন স্বামী তাকে নির্দেশ দেয়, যে নারী স্বামীর সম্পদ ও নিজ নফসের ব্যাপারে, এমন কোনো কর্মে লিপ্ত হয় না, যা স্বামীর অপছন্দ।"

হে মুসলিম নারী, নিজেকে একবার পরখ করো, ভেবে দেখ এর সাথে তোমার মিল আছে কতটুকু। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পথ অনুসরণ করো। দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের শপথ গ্রহণ করো। নিজ স্বামী ও সন্তানের ব্যাপারে যত্নশীল হও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কি স্বামী আছে? সে বলল হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তার কাছে কেমন? সে বলল, আমি তার সন্তুষ্টি অর্জনে কোনো ত্রুটি করি না, তবে আমার সাধ্যের বাইরে হলে ভিন্ন কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লক্ষ্য রেখ, সে-ই তোমার জান্নাত বা জাহান্নাম।"

নেককার নারীর গুণাবলী

১. নেককার; ভালো কাজ সম্পাদনকারী ও নিজ রবের হক আদায়কারী নারী।

২. আনুগত্যশীল : বৈধ কাজে স্বামীর আনুগত্যশীল নারী।

৩. সতী : নিজ নফসের হেফাজতকারী নারী, বিশেষ করে স্বামীর অবর্তমানে।

৪. হেফাজতকারী : স্বামীর সম্পদ ও নিজ সান্তনা হেফাজতকারী নারী।

৫. আগ্রহী : স্বামীর পছন্দের পোশাক ও সাজ গ্রহণে আগ্রহী নারী।

৬. সচেষ্ট ; স্বামীর গোস্বা নিবারণে সচেষ্ট নারী। কারণ হাদীসে এসেছে, স্বামী নারীর জান্নাত বা জাহান্নাম।

৭. সচেতন : স্বামীর চাহিদার প্রতি সচেতন নারী। স্বামীর বাসনা পূর্ণকারী।

যে নারীর মধ্যে এসব গুণ বিদ্যমান, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য মতে জান্নাতী। তিনি বলেছেন, "যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত

নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, নিজ সতীত্ব হেফাজত করে ও স্বামীর আনুগত্য করে, তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করো।'

সরলতা নারীর সৌন্দর্য

যুগ ও মানুষের রুচি পাল্টে গেছে। চিন্তাধারার পরিবর্তন এসেছে। নতুবা প্রকৃতপক্ষে যে জিনিস পুরুষের জন্য ত্রুটি, কখনও তা নারীর গুণ ও সৌন্দর্য। যদি আমরা গভীরভাবে কুরআনে কারীম অধ্যয়ন করি, তাহলে দেখব যে, কুরআন পুরুষের জন্য যে বিষয়কে ত্রুটি সাব্যস্ত করেছে, তাকেই নারীর গুণ ও সৌন্দর্য স্থির করেছে। উদাহরণতঃ পুরুষের জন্য মূর্খতা ও উদাসীনতা এবং জাগতিক বিষয়ে বেখবর হওয়া দোষণীয়। কারণ, পুরুষের উপর আল্লাহ তা'আলা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ জন্য এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই এবং বৈষয়িক বিষয়ে তৎপর ও সচেতন হওয়া চাই। যদি সে সচেতন ও তৎপর না হয় বরং নির্বোধ হয় এবং অজ্ঞতা ও উদাসীনতার ঘোর তমাসাচ্ছন্ন থাকে, তবে তা তার ত্রুটি। কিন্তু কুরআনে কারীম সরলতাকে নারীর সৌন্দর্য সাব্যস্ত করেছে। সূরা নূরে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

'যে সকল লোক এ ধরণের মহিলাদের উপর অপবাদ আরোপ করে, যারা পূতঃপবিত্র, সরলমনা মুমিন নারী অর্থাৎ দুনিয়া সম্পর্কে উদাসীন, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশাপগ্রস্ত হবে।'[২]

কুরআনে কারীমে দুনিয়া সম্পর্কে উদাসীনতা নারীর গুণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই, নারী যদি জাগতিক বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ হয় এবং নিজ দায়িত্বের পরিধি সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, দুনিয়ার ঝুট-ঝামেলা বেশি কিছু না বুঝে, তবে তা তার ক্ষেত্রে দোষণীয় নয় বরং তা তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য। এটাকে কুরআনে কারীম তার গুণ হিসেবেই উল্লেখ করেছে।

---

২ সূরা নূর : আয়াত-২৩।

আনুগত্য নারীর উদাহরণ

শাবি রহ. বর্ণনা করেন, একদিন আমাকে শুরাই বলেন, "শাবি, তুমি তামিম বংশের মেয়েদের বিয়ে করো। তামিম বংশের মেয়েরা খুব বুদ্ধিমতী। আমি বললাম, আপনি কীভাবে জানেন তারা বুদ্ধিমতী? তিনি বললেন, আমি কোন জানাযা থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, পথের পাশেই ছিল তাদের কারো বাড়ি। লক্ষ্য করলাম, জনৈক বৃদ্ধ মহিলা একটি ঘরের দরজায় বসে আছে, তার পাশেই রয়েছে সুন্দরী এক যুবতী। মনে হলো, এমন রূপসী মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি। আমাকে দেখে মেয়েটি কেটে পড়ল। আমি পানি চাইলাম অথচ আমার তৃষ্ণা ছিল না। সে বলল তুমি কেমন পানি পছন্দ করো, আমি বললাম যা উপস্থিত আছে। মহিলা মেয়েকে ডেকে বলল, দুধ নিয়ে আস, মনে হচ্ছে সে বহিরাগত। আমি বললাম, এ মেয়ে কে? সে বলল জারিরের মেয়ে জয়নব। হানজালা বংশের। বললাম, বিবাহিতা না অবিবাহিতা? সে বলল, না, অবিবাহিতা। আমি বললাম, আমার কাছে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। সে বলল, তুমি যদি তার কুফু হও, দিতে পারি। আমি বাড়িতে পৌঁছে দুপুরে সামান্য বিশ্রাম নিতে শোবার ঘরে গেলাম, কোনো মতো চোখে ঘুম ধরল না। জোহর নামায পড়লাম। অতঃপর আমার গণ্যমান্য কয়েকজন বন্ধু, যেমন-আলকামা, আসওয়াদ, মুসাইয়্যেব এবং মূসা ইবনে আরফাতাকে সাথে করে মেয়ের চাচার বাড়িতে গেলাম। সে আমাদের সাদরে গ্রহণ করল। অতঃপর বলল, আবূ উমাইয়্যা, কি উদ্দেশ্যে আসা? আমি বললাম, আপনার ভাতিজি জয়নবের উদ্দেশ্যে। সে বলল, তোমার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই! অতঃপর সে আমার কাছে তাকে বিয়ে দিল। মেয়েটি আমার জালে আবদ্ধ হয়ে খুবই লজ্জাবোধ করল। আমি বললাম, আমি তামিম বংশের নারীদের কী সর্বনাশ করেছি? তারা কেন আমার ওপর অসন্তুষ্ট? পরক্ষণই তাদের কঠোর স্বভাবের কথা আমার মনে পড়ল। ভাবলাম, তালাক দিয়ে দেব। পুনরায় ভাবলাম না, আমিই তাকে আপন করে নিব। যদি আমার মনপুত হয়, ভালো, অন্যথায় তালাকই দিয়ে দেব। শাবি, সে রাতের মুহূর্তগুলো এতো আনন্দের ছিল, যা ভোগ না করলে অনুধাবন করা যাবে না। খুবই

চমৎকার ছিল সে সময়টা, যখন তামিম বংশের মেয়েরা তাকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমার মনে পড়ল, রাসূলের সুন্নতের কথা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "স্ত্রী প্রথম ঘরে প্রবেশ করলে স্বামীর কর্তব্য, দু'রাকাত নামায পড়া, স্ত্রীর মধ্যে সুপ্ত মঙ্গল কামনা করা এবং তার মধ্যে লুক্কায়িত অমঙ্গল থেকে পানাহ চাওয়া।" আমি নামায শেষে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, সে আমার সাথে নামায পড়ছে। যখন নামায শেষ করলাম, মেয়েরা আমার কাছে উপস্থিত হলো। আমার কাপড় পালটে সুগন্ধি মাখা কম্বল আমার ওপর টেনে দিল। যখন সবাই চলে গেল, আমি তার নিকটবর্তী হলাম ও তার শরীরের এক পাশে হাত বাড়ালাম। সে বলল, আবূ উমাইয়্যা, রাখ।

অতঃপর বলল,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَعِيْنُهٗ، وَاُصَلِّيْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ۔

"আমি একজন অভিজ্ঞতা শূন্য অপরিচিত নারী। তোমার পছন্দ অপছন্দ আর স্বভাব রীতির ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। আরো বলল, তোমার বংশীয় একজন নারী তোমার বিবাহে আবদ্ধ ছিল, আমার বংশেও সে রূপ বিবাহিতা নারী বিদ্যমান আছে, কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত। তুমি আমার মালিক হয়েছ, এখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আমার সাথে ব্যবহার করো। হয়তো ভালোভাবে রাখ, নয়তো সুন্দরভাবে আমাকে বিদায় দাও। এটাই আমার কথা, আল্লাহর কাছে তোমার ও আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করছি।"

শুরাই বলল, শাবি, সে মুহূর্তেও আমি মেয়েটির কারণে খুতবা দিতে বাধ্য হয়েছি। অতঃপর আমি বললাম,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَعِيْنُهٗ، وَاُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ، وَبَعْدُ۔

তুমি এমন কিছু কথা বলেছ, যদি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমার কপাল ভালো। আর যদি পরিত্যাগ করো, তোমার কপাল মন্দ। আমার পছন্দ...

আমার অপছন্দ, আমরা দু'জনে একজন। আমার মধ্যে ভালো দেখলে প্রচার করবে, আর মন্দ কিছু দৃষ্টিগোচর হলে গোপন রাখবে।

সে আরো কিছু কথা বলেছে, যা আমি ভুলে গেছি। সে বলেছে, আমার আত্মীয় স্বজনের আসা-যাওয়া তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখ? আমি বললাম, ঘনঘন আসা- যাওয়ার মাধ্যমে বিরক্ত করা পছন্দ করি না। সে বলল, তুমি পাড়া- প্রতিবেশীর মধ্যে যার ব্যাপারে অনুমতি দেবে, তাকে আমি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেব। যার ব্যাপারে নিষেধ করবে, তাকে আমি অনুমতি দেব না। আমি বললাম, এরা ভালো, ওরা ভালো না।

শুরাই বলল, শাবি, আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক অধ্যায় হচ্ছে, সে রাতের মুহূর্তগুলো। পূর্ণ একটি বছর গত হলো, আমি তার মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখিনি। একদিনের ঘটনা, 'দারুল কাজা' থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, ঘরের ভেতর একজন মহিলা তাকে উপদেশ দিচ্ছে; আদেশ দিচ্ছে আর নিষেধ করছে। আমি বললাম সে কে? বলল, তোমার শ্বশুর বাড়ির অমুক বৃদ্ধ। আমার অন্তরের সন্দেহ দূর হলো। আমি বসার পর মহিলা আমার সামনে এসে হাজির হলো।

বলল, আসসালামু আলাইকুম, আবূ উমাইয়্যা। আমি বললাম, ওয়া আলাইকুমুসসালাম, আপনি কে? বলল, আমি অমুক; তোমার শ্বশুর বাড়ির লোক। বললাম, আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন। সে বলল, তোমার স্ত্রী কেমন পেয়েছ? বললাম, খুব সুন্দর। বলল, আবূ উমাইয়্যা, নারীরা দু'সময় অহংকারের শিকার হয়। সান্তনা প্রসব করলে আর স্বামীর কাছে খুব প্রিয় হলে। কোনো ব্যাপারে তোমার সন্দেহ হলে লাঠি দিয়ে সোজা করে দেবে।

মনে রাখবে, পুরুষের ঘরে আহলাদি নারীর ন্যায় খারাপ আর কোনো বস্তু নেই। বললাম, তুমি তাকে সুন্দর আদব শিক্ষা দিয়েছ, ভালো জিনিসের অভ্যাস গড়ে দিয়েছ তার মধ্যে। সে বলল, শ্বশুর বাড়ির লোকজনের আসা- যাওয়া তোমার কেমন লাগে? বললাম, যখন ইচ্ছে তারা আসতে পারে। শুরাই বলল, অতঃপর সে মহিলা প্রতি বছর একবার করে আসত আর আমাকে উপদেশ দিয়ে যেত। সে মেয়েটি বিশ বছর আমার সংসার করেছে,

একবার ব্যতীত কখনো তিরস্কার করার প্রয়োজন হয়নি। তবে ভুল সেবার আমারই ছিল।

ঘটনাটি এমন, ফজরের দু-রাকাত সুন্নত পড়ে আমি ঘরে বসে আছি, মুয়াজ্জিন একামত দিতে শুরু করল। আমি তখন গ্রামের মসজিদের ইমাম। দেখলাম, একটা বিচ্ছু হাঁটাচলা করছে, আমি একটা পাত্র উঠিয়ে তার ওপর রেখে দিলাম। বললাম, জয়নাব, আমার আসা পর্যন্ত তুমি নড়াচড়া করবে না। শাবি, তুমি যদি সে মুহূর্তটা দেখতে! নামায শেষে ঘরে ফিরে দেখি, বিচ্ছু সেখান থেকে বের হয়ে তাকে দংশন করেছে। আমি তৎক্ষণাৎ লবণ ও সাক্ত তলব করে তার আঙ্গুলের ওপর মালিশ করলাম। সূরায়ে ফাতেহা, সূরায়ে নাস ও সূরায়ে ফালাক পড়ে তার ওপর দম করলাম।"

নারীর দায়িত্ব

আলাহ তা'আল্লা নারীজাতিকে গৃহস্থালীর সামগ্রিক দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য সহজাত গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সন্তানকে মানুষ করার সার্বিক ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। প্রতিটি নারীকে আল্লাহ তা'আলা এ দায়িত্ব সপে দিয়েছেন যে, নিজের সন্তানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামী শিক্ষা দাও। ছেলেদের জন্য পনের বছর আর মেয়েদের জন্য এগার বছর। এর সময়ের মধ্যে তার মন-মানসিকতা, আকিদা-বিশ্বাস সবকিছু গড়ে দাও। মেয়েকে যখন অন্যের ঘরে পাঠাবে তখন যেন সে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর কন্যা হয়ে পরের ঘর আলোকিত করে। যখন ছেলেকে বিয়ে করাবে তখন যেন সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের খাঁটি গোলাম হয়ে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করে নিতে পারে।

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর কর্তব্য

১. স্বামীর অসন্তুষ্টি থেকে বিরত থাকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তিনজন ব্যক্তির নামায তাদের মাথার ওপর উঠে না। (ক). পলাতক গোলামের নামায, যতক্ষণ না

সে মনিবের কাছে ফিরে আসে। (খ). সে নারীর নামায, যে নিজ স্বামীকে রাগান্বিত রেখে রাত যাপন করে। (গ). সে আমিরের নামায, যার ওপর তার অধীনরা অসন্তুষ্ট।"

২. স্বামীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা

ইমাম আহমদ রহ. ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন, "দুনিয়াতে যে নারী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, জান্নাতে তার হুরগণ (স্ত্রীগণ) সে নারীকে লক্ষ্য করে বলে, তাকে কষ্ট দিয়ো না, আল্লাহ তোমাকে সর্বনাশ করুন। সে তো তোমার কাছে ক'দিনের মেহমান মাত্র, অতি শীঘ্রই তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে॥"

৩. স্বামীর কৃতজ্ঞ হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা সে নারীর দিকে দৃষ্টি দেবেন না, যে নিজ স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, অথচ সে স্বামী ব্যতীত স্বয়ংসম্পুর্ণ নয়।" ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি জাহান্নাম কয়েক বার দেখেছি, কিন্তু আজকের ন্যায় ভয়ানক দৃশ্য আর কোনোদিন দেখিনি। তার মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি দেখেছি। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল কেন? তিনি বললেন, তাদের না শুকরির কারণে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি আল্লাহর না শুকরি করে? বললেন, না, তারা স্বামীর না শুকরি করে, তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। তুমি যদি তাদের কারো ওপর যুগ-যুগ ধরে ইহসান করো, অতঃপর কোনোদিন তোমার কাছে তার বাসনা পূর্ণ না হলে সে বলবে, আজ পর্যন্ত তোমার কাছে কোনো কল্যাণই পেলাম না।"

৪. কারণ ছাড়া তালাক তলব না করা

ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ প্রমুখগণ সওবান রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, "যে নারী কোনো কারণ ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক তলব করল, তার ওপর জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত হারাম।

৫. অবৈধ ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য না করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর অবাধ্যতায় মানুষের আনুগত্য করা যাবে না।" এখানে নারীদের শয়তানের একটি

ধোঁকা থেকে সতর্ক করছি, দোয়া করি আল্লাহ তাদের সুপথ দান করুন। কারণ দেখা যায় স্বামী যখন তাকে কোনো জিনিসের হুকুম করে, সে এ হাদীসের দোহাই দিয়ে বলে এটা হারাম, এটা নাজায়েয, এটা জরুরী নয়। উদ্দেশ্য স্বামীর নির্দেশ উপেক্ষা করা। আমি তাদেরকে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে, কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা কালো দেখবেন।" হাসান বসরী রহ. বলেন, "হালাল ও হারামের ব্যাপারে আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর মিথ্যা বলা নিরেট কুফরী।"

৬। স্বামীর বর্তমানে তার অনুমতি ব্যতীত রোযা না রাখা

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো নারী স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখবে না।" যেহেতু স্ত্রীর রোযার কারণে স্বামী নিজ প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে, যা কখনো গুনার কারণ হতে পারে। এখানে রোযা দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই নফল রোযা উদ্দেশ্য। কারণ ফরজ রোযা আল্লাহর অধিকার, আল্লাহর অধিকার স্বামীর অধিকারের চেয়ে বড়।

৭. স্বামীর ডাকে সাড়া না দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোনো পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে, আর স্ত্রী তার ডাকে সাড়া না দেয়, এভাবেই স্বামী রাত যাপন করে, সে স্ত্রীর ওপর ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত অভিসম্পাত করে।"

৮. স্বামী-স্ত্রীর একান্ত গোপনীয়তা প্রকাশ না করা

আসমা বিনতে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কিছু পুরুষ আছে যারা নিজ স্ত্রীর সাথে কৃত আচরণের কথা বলে বেড়ায়, তদ্রুপ কিছু নারীও আছে যারা আপন স্বামীর গোপন ব্যাপারগুলো প্রচার করে বেড়ায়?! এ কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল, কেউ কোনো শব্দ করল না। আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুষেরা এমন করে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, এমন করো না। এটা তো শয়তানের মতো যে রাস্তার মাঝে নারী শয়তানের সাক্ষাৎ পেল, আর অমনি তাকে জড়িয়ে ধরল, এদিকে লোকজন তাদের দিকে তাকিয়ে আছে!"

৯. স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও বিবস্ত্র না হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে নারী স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও বিবস্ত্র হলো, আল্লাহ তার গোপনীয়তা নষ্ট করে দেবেন।"

১০. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে ঢুকতে না দেওয়া। হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নারী তার স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমিত ছাড়া রোযা রাখবে না এবং তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেবে না।"

১১. স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা ঘরে অবস্থান করো" ইবনে কাসির রহ.-এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তোমরা ঘরকে আঁকড়িয়ে ধর, কোনো প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হয়ো না।" নারীর জন্য স্বামীর আনুগত্য যেমন ওয়াজিব, তেমন ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য তার অনুমতি ওয়াজিব। স্বামীর খেদমতের উদাহরণ : মুসলিম বোন! স্বামীর খেদমতের ব্যাপারে একজন সাহাবীর স্ত্রীর একটি ঘটনার উল্লেখ যথেষ্ট হবে বলে আমার ধারণা।

তারা কীভাবে স্বামীর খেদমত করেছেন, স্বামীর কাজে সহযোগিতার স্বাক্ষর রেখেছেন, ইত্যাদি বিষয় বুঝার জন্য দীর্ঘ উপস্থাপনার পরিবর্তে একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আসমা বিনতে আবূ বকর রাযি. থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুবায়ের রাযি. আমাকে যখন বিয়ে করে, দুনিয়াতে তখন তার ব্যবহারের ঘোড়া ব্যতীত ধন-সম্পদ বলতে আর কিছু ছিল না।

তিনি বলেন, আমি তার ঘোড়ার ঘাস সংগ্রহ করতাম, ঘোড়া মাঠে চরাতাম, পানি পান করানোর জন্য খেজুর আঁটি পিষতাম, পানি পান করাতাম, পানির বালতিতে দানা ভিজাতাম। তার সব কাজ আমি নিজেই আঞ্জাম

দিতাম। আমি ভালো করে রুটি বানাতে জানতাম না, আনসারদের কিছু মেয়েরা আমাকে এ জন্য সাহায্য করত। তারা আমার প্রকৃত বান্ধবী ছিল। সে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দান করা যুবায়েরের জমি থেকে মাথায় করে শস্য আনতাম, যা প্রায় এক মাইল দূরত্বে ছিল।”

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি নারীরা পুরুষের অধিকার সম্পর্কে জানত, দুপুর কিংবা রাতের খাবারের সময় হলে, তাদের খানা না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিত না।”

বিয়ের পর মেয়েকে উদ্দেশ্য করে উম্মে আকেলার উপদেশ: আদরের মেয়ে, যেখানে তুমি বড় হয়েছ, যারা তোমার আপনজন ছিল, তাদের ছেড়ে একজন অপরিচিত লোকের কাছে যাচ্ছ, যার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে তুমি কিছু জান না। তুমি যদি তার দাসী হতে পার, সে তোমার দাস হবে। আর দশটি বিষয়ের প্রতি খুব নজর রাখবে।

১-২. অল্পতে তুষ্ট থাকবে। তার অনুসরণ করবে ও তার সাথে বিনয়ী থাকবে।

৩-৪. তার চোখ ও নাকের আবেদন পূর্ণ করবে। তার অপছন্দ হালতে থাকবে না, তার অপ্রিয় গন্ধ শরীরে রাখবে না।

৫-৬. তার ঘুম ও খাবারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। মনে রাখবে, ক্ষুধার তাড়নায় গোস্বার উদ্রেক হয়, ঘুমের স্বল্পতার কারণে বিষণ্নতার সৃষ্টি হয়।

৭-৮. তার সম্পদ হেফাজত করবে, তার সান্তান ও বৃদ্ধ আত্মীয়দের সেবা করবে। মনে রাখবে, সব কিছুর মূল হচ্ছে সম্পদের সঠিক ব্যবহার, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার

স্বামী যেমন কামনা করে, স্ত্রী তার সব দায়িত্ব পালন করবে, তার সব হক আদায় করবে, তদ্রূপ স্ত্রীও কামনা করে। তাই স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর সব হক আদায় করা, তাকে কষ্ট না দেওয়া, তার অনুভুতিতে আঘাত হানে এমন আচরণ থেকে বিরত থাকা। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত, হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া

তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ওপর স্ত্রীদের কী কী অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন খাবে, তাকেও খেতে দেবে। যখন তুমি পরিধান করবে, তাকেও পরিধান করতে দেবে। চেহারায় প্রহার করবে না। নিজ ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও তার বিছানা আলাদা করে দেবে না।" অন্য বর্ণনায় আছে, "তার শ্রী বিনষ্ট করিও না।"

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে আবদুল্লাহ! আমি জানতে পারলাম, তুমি দিনে রোযা রাখ, রাতে নামায পড়, এ খবর কি ঠিক? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন, এমন করো না। রোযা রাখ, রোযা ভাঙ্গো। নামায পড়, ঘুমাও। কারণ তোমার ওপর শরীরের হক রয়েছে, চোখের হক রয়েছে, স্ত্রীরও হক রয়েছে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যার দু'জন স্ত্রী রয়েছে, আর সে একজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে গেল, কেয়ামতের দিন সে একপাশে কাত অবস্থায় উপস্থিত হবে।"

সম্মানিত পাঠক! আমাদের আলোচনা সংক্ষেপ হলেও তার আবেদন কিন্তু ব্যাপক। এখন আমরা আল্লাহর দরবারে তার সুন্দর সুন্দর নাম, মহিমান্বিত গুণসমূহের ওসিলা দিয়ে প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে এবং সমস্ত মুসলমান ভাই-বোনকে এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমরা এমন না হয়ে যাই, যারা নিজ দায়িত্ব আদায় না করে, স্ত্রীর হক উশুল করতে চায়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো অনিয়মকে সমর্থন না করা এবং এক পক্ষের অপরাধের ফলে অপর পক্ষের অপরাধকে বৈধতা না দেওয়া। বরং আমাদের উদ্দেশ্য প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির জন্য সচেতন করা।

পরিশেষে স্বামীদের উদ্দেশে বলি, আপনারা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন, তাদের কল্যাণকামী হোন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা নারীদের কল্যাণকামী হও। কারণ, তাদের

পাঁজরের হাড্ডি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, পাঁজরের হাড্ডির ভেতর উপরেরটি সবচেয়ে বেশি বাঁকা। (যার মাধ্যমে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।) যদি সোজা করতে চাও, ভেঙে ফেলবে। আর রেখে দিলেও বক্রতা দূর হবে না, তোমরা নারীদের কল্যাণকামী হও।"

নারীদের সাথে কল্যাণ কামনার অর্থ, তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, ইসলাম শিক্ষা দেওয়া, এ জন্য ধৈর্যধারণ করা; আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া, হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া। আশা করি, এ পদ্ধতির ফলে তাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হবে। দরুদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার বংশধরের ওপর। আমাদের সর্বশেষ কথা, আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি দু'জাহানের পালনকর্তা।

জান্নাতী নারীর বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেকটি জিনিসের ভালো ও মন্দ গুণাগুণ রয়েছে। এ গুণাগুণগুলিকে সে জিনিসের বৈশিষ্ট্য বলা হয়। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু উত্তম আদর্শ রয়েছে। সেগুলিই হচ্ছে আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যগুলি যে নারীর মধ্যে থাকবে সে-ই ইসলামের দৃষ্টতে আদর্শ নারী বলে বিবেচিত হবে।

অতএব বিশ্বের মুসলিম নারীদের শিক্ষার লক্ষ্যে আদর্শ নারীর কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সম্পূর্ণ দুনিয়া হচ্ছে সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সতী-সাধবী নারী'।[৩]

অত্র হাদীসে একমাত্র আদর্শনারীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলে নারীদের মান-সম্মান

---

৩ মিশকাত : হাদীস নং-২৯৪৯।

বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন এবং জাতির কাছে তাদেরকে মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য করে পেশ করেছেন। পৃথিবীর কোনো জাতি নারীদেরকে কোনো দিন এরূপ সম্মান দিতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা আদর্শ নারীর গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন-

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

'অতএব যারা সতী-সাধবী স্ত্রী লোক তারা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম পালনকারীণী এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে গোপনীয় বিষয়গুলির হেফাজতকারীণী হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ নিজেই তার হেফাজত করেন"।[৪]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আদর্শ নারীর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন-

(১) সতী-সাধবী : ঐ স্ত্রী লোককে সতী-সাধবী বলা হয় যার মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে অসাধু ও দৃষ্টিকটু কোনো আচরণ পরিলক্ষিত হয় না।

(২) আল্লাহর হুকুম পালনকারীণী অর্থাৎ আল্লাহর আইন-বিধান স্বতঃস্ফূর্ত ও সার্বিকভাবে মেনে চলা।

(৩) স্বামীর অনুপস্থিতিতে গোপনীয়তা রক্ষা করা।

এগুলি হচ্ছে আদর্শ নারীর বিশেষ গুণাবলী, যা অর্জনের জন্য প্রত্যেক মুসলিম রমণীর সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে যত বাধা আসুক না কেন তা উপেক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। আর আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। কেননা তিনি নিজেই তাদের হেফাজতের অঙ্গীকার করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ

تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّ اَبْكَارًا-

---

৪ সূরা নিসা : আয়াত-৩৪।

'নবী যদি আপনাদের সবাইকে তালাক দেন তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ নবীকে তোমাদের পরিবর্তে এমনসব স্ত্রী দিবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে। যারা হবে সত্যিকার মুসলিম অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, কুমারী কিংবা অকুমারী'।[৫]

এ আয়াতে আল্লাহ আদর্শ নারীর ছয়টি গুণ উল্লেখ করেছেন। যথা-

(১) মুসলিম-এমন স্ত্রী লোক যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

(২) মুমিন-যে অকৃত্রিম নিষ্ঠা সহকারে ঈমান এনেছে। অর্থাৎ যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে।

(৩) আনুগত্যশীল-আনুগত্য বলতে কোনো পীর-দরবেশের আনুগত্য নয় বরং আল্লাহ, তার রাসূল এবং স্বামীর আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে।

(৪) তাওবাকারী-এমন স্ত্রী লোক যারা সর্বক্ষণ আল্লাহর কাছে নিজের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়। নিজের পাপকর্মের জন্য সদা-সর্বদা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এ ধরনের স্ত্রীদের মধ্যে কোনো সময়ই অহংকার, গৌরব ও আত্মম্ভরিতার ভাবধারা জাগ্রত হতে পারে না। এমন রমণীগণ হয় নরম প্রকৃতির।

(৫) ইবাদতকারী-একজন নারীকে সর্বোত্তম হওয়ার জন্য ইবাদতগুযার হওয়া একান্তই জরুরী।

(৬) সিয়াম পালনকারী-ফরয বা নফল সিয়াম পালন করা অতীতের নবী ও সৎলোকদের কাজ। সিয়াম পালন করলে প্রবৃত্তি দমন হয়। তাই সিয়াম পালন করা আদর্শ নারীদের এক বিশেষ গুণ।

মহিলাদের সুন্দর আদর্শের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে এমন নারী যে, স্নেহপরায়ণা, ঘন ঘন সান্তন প্রসবকারিণী, সমব্যথী, সান্ত্বনা প্রদানকারিণী, সহযোগিনী'?[৬]

---

৫ সূরা তাহরীম : আয়াত-৫।

৬ সিলসিলা সহীহা : হাদীস নং-১৮৪৯, ১৯৫২।

এ হাদীসে আদর্শ নারীর চারটি বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। যথা-

(১) স্বামীর প্রতি গভীর অনুরাগী ও বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া।

(২) অধিক সান্তান প্রসব করা। দারিদ্রের ভয়ে সান্তান নেওয়া বন্ধ করা যাবে না। কেননা রিযিকের মালিক আল্লাহ। তিনি সবার রিযিক দান করেন।

(৩) স্বামীর কাজে সহযোগিতা করা। অর্থাৎ স্বামীর ইবাদত-বন্দেগী থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক সব কাজে তাকে সহযোগিতা করা।

(৪) স্বামীর দুঃখে দুঃখী হওয়া ও তার ব্যথায় সমব্যথী হওয়া। উপরোক্ত চারটি গুণ লাভ করার জন্য প্রত্যেক মুসলিম মহিলাকে যত্নবান হওয়া অতীব জরুরী।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'তোমরা কুমারীদের বিবাহ করো। কেননা তাদের মুখ বেশি মিষ্টি, তারা অধিক গর্ভধারিণী এবং অল্পে তুষ্ট'।[৭]

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে-

(১) স্বামীর কাছে কুমারী স্ত্রী হিসেবে থাকা জরুরী। এ বাণী দ্বারা আরো প্রতীয়মান হয় যে, 'চুন থেকে পান খসলেই' অর্থাৎ একটু অসুবিধা হলেই প্রথম স্বামীর ঘর-সংসার ছেড়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা শোভনীয় নয়। যদিও তা শরীয়তে জায়েয।

(২) অধিক সান্তান প্রসব করতে হবে।

(৩) স্বামীর সামর্থ অনুসারে সামান্য কোনো জিনিসে তুষ্ট থেকে স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করতে হবে। আর এগুলি আদর্শ নারীরা ছাড়া অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

আদর্শ নারীর একটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নারীরা রাস্তার মধ্য দিয়ে চলাচল করবে না'।[৮]

---

৭ সিলসিলা সহীহা : হাদীস-৬২৩, ১৯৫৭।

৮ সিলসিলা ছহীহা : হাদীস নং-৮৫৬।

অত্র হাদীসে আদর্শ নারীদের রাস্তায় চলার আদর্শ বর্ণিত হয়েছে। রাস্তায় চলার ব্যাপারে আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা রাস্তার মধ্যস্থল দিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে চলবে না। দৃষ্টি নত করে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলাই হচ্ছে আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

'আপনি মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, যা প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়নাকে তাদের বুকের ওপর দিয়ে পেচিয়ে রাখে' তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো কাছে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করো। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার'।[৯]

---

৯ সূরা নূর ঃ আয়াত-৩১।

মহান আল্লাহ আরো বলেন-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো। প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন কর না'।[১০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

'লজ্জা হচ্ছে ঈমান। আর ঈমান হচ্ছে জান্নাত লাভের মাধ্যম'।[১১]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলাদেরকে নিজ গৃহেই অবস্থান করতে হবে। প্রয়োজন বশত যদি তাদেরক বাইরে যেতেই হয় তাহলে তাদেরকে পূর্ণ পর্দা করে যেতে হবে। মূলতঃ পর্দাই হচ্ছে মহিলাদের জন্য এক শ্রেষ্ঠ গুণ। কারণ যাদের পর্দা নেই তাদের লজ্জা-শরম নেই। আর যাদের লজ্জা নেই ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি ভালোবাসা তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তাই প্রত্যেক মুমিনা মহিলার জন্য কুরআন হাদীস অনুসারে পর্দা করা জরুরী এবং লোক দেখানো পর্দা পরিহার করা আবশ্যক।

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন স্বামী স্ত্রীকে (বিশেষ প্রয়োজনে) বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অমান্য করে। তখন স্বামী অসন্তুষ্ট হলে এবং ঐ অবস্থায় রাত অতিবাহিত করলে ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর ওপর অভিশাপ করতে থাকে'।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অমান্য করে তাহলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ঐ স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত থাকেন।'[১২]

অত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বামীর আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা এবং সর্বাবস্থায় স্বামী সন্তুষ্ট রাখা আদর্শ নারীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

১০ সূরা আহযাব : আয়াত-৩৩।

১১ মিশকাত শরীফ : হাদীস নং-৫০৭৭।

১২ মিশকাত : হাদীস নং- ৩২৪৬।

আনাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযানের সিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ও স্বামীর আনুগত্য করে, তখন সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।[১৩]

অত্র হাদীসে মহিলাদের জান্নাতে যাওয়ার চারটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। যে মহিলার মধ্যে উক্ত চারটি গুণ বিদ্যমান থাকবে সে তার ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

গুণগুলি হচ্ছে–

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী দিনেরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা।

(২) রমযান মাসের সিয়াম পালন করা।

(৩) লজ্জাস্থানের হেফাজত করা। অর্থাৎ অবৈধ যৌন মিলনে লিপ্ত না হওয়া।

(৪) স্বামীর আনুগত্য করা। অর্থাৎ স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং স্বামী অসন্তুষ্ট হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। স্বামীর সন্তুষ্টিতে তুষ্ট থাকা। উক্ত গুণাবলী অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক মুমিনা মহিলার জন্য জরুরী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ সে মহিলার দিকে করুণার দৃষ্টি দেন না, যে স্বামীর শুকরিয়া আদায় করে না, আর সে স্বামীকে নিজের জন্য পরিপূর্ণ মনে করে না'।[১৪]

অত্র হাদীসে মহিলাদের দু'টি দোষের কথা বলা হয়েছে।

(১) স্বামীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করা।

(২) স্বামীকে নিজের জন্য যথেষ্ট মনে না করা। মুসলিম মহিলাদের জন্য উক্ত দোষ দু'টি থেকে বেঁচে থাকা অতীব জরুরী। কেননা যে কারণে

---

১৩ মিশকাত : হাদীস নং-৩২৫৪।

১৪ ত্বাবারানী : পৃষ্ঠা-২৯৩।

মহিলারা বেশি বেশি জাহান্নামে যাবে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা।[১৫]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ঐসব নারীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দেহে উল্কি (সুচিবিদ্ধ করে চিত্র অংকন) করে বা অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নেয়। যারা ভ্রূ উপড়িয়ে চিকন করে, যারা দাঁতসমূহকে শানিত ও সরু বানায়। কারণ তারা আল্লাহর স্বাভাবিক সৃষ্টির বিকৃতি ঘটায়।[১৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,'যারা চুলে জোড়া লাগায় অথবা অন্যের দ্বারা লাগিয়ে নেয়, যে নারী দেহে কিছু অংকন করে অথবা অন্যের দ্বারা করিয়ে নেয় তাদের উভয়ের প্রতি অভিশাপ করেছেন'।[১৭]

উপরোক্ত হাদীস দু'টিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় কাজ করতে মহিলাদের বারণ করেছেন।

আদর্শ নারীর জন্য উক্ত কাজগুলি থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা সেই সব পুরুষের প্রতি অভিশাপ করেছেন, যারা মহিলার বেশ ধারণ করে। আর ঐসব মহিলাদের প্রতিও অভিশাপ করেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে'।[১৮]

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো পুরুষ মহিলার পোশাক পরিধান করতে পারে না। তেমনি কোনো মহিলাও পুরুষের পোশাক পরিধান করতে পারে না।

তদ্রূপ যে সমস্ত পোশাকে মহিলাদের সাথে পুরুষের সাদৃশ্য করা হয় কিংবা পুরুষদের সাথে মহিলাদের সাদৃশ্য হয়, সেসব পরিহার করতে হবে। আদর্শ নারীর জন্য ঐসব কাজ থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষ

---

১৫ মিশকাত : হাদীস নং-১৪৮২।
১৬ মিশকাত : হাদীস নং-৪৪৩১।
১৭ মিশকাত : হাদীস নং-৪৪৩০।
১৮ মিশকাত : হাদীস নং-৪৪২৯।

একজন আদর্শ মুসলিম মহিলা কখনো পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে পারে না।

কোনো এক বৈঠকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করলাম দেখলাম সেখানকার অধিকাংশই নারী। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কি? তিনি বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তারা স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করে না। তুমি যদি সারাজীবন তাদের সাথে অনুগ্রহ করো, অতঃপর তোমার মধ্যে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করে, তখন বলে ফেলে আমি তোমার মধ্যে কোনো কল্যাণই পাইনি।[১৯]

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।[২০]

অত্র হাদীসে স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক্ব কতটুকু তা স্পষ্ট হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'স্বামী হচ্ছে মহিলাদের জন্য জাহান্নাম এবং জান্নাতের মাধ্যম'।[২১]

অত্র হাদীসগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, আদর্শ মহিলার জন্য তার স্বামীকে রাযী-খুশি করা, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, তার খিদমতে সর্বদা নিয়োজিত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মহিলাকে আদর্শ হতে হলে নিম্নোক্ত গুণাবলী অর্জন করতে হবে। ঈমানদার, পরহেযগার, নেককার, আল্লাহভীরু, লজ্জাস্থানের হেফাজতকারিণী, সতী-সাধবী, উত্তম

---

১৯ মিশকাত : হাদীস নং-১৩৯৭।

২০ মিশকাত : হাদীস নং-৩২৫৫।

২১ সিলসিলা সহীহা : হাদীস নং-২৬১২।

চরিত্রের অধিকারিণী, অনুগত, পর্দাশীলা, দানশীলা, সালাত আদায়কারিণী, সিয়াম পালনকারীণী ইত্যাদি।

এক কথায় যার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ রয়েছে সেই হচ্ছে প্রকৃত আদর্শ নারী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا۔

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে এক সর্বোত্তম আদর্শ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে, আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে।[২২]

আদর্শ স্ত্রী

একটা পরিবারকে আদর্শ করার জন্য আদর্শ স্ত্রী অপরিহার্য। পানির মধ্যে চলাচল করলে পা ভিজবে না এটা যেমন অবাস্তব, তেমন আদর্শ স্ত্রী ছাড়া আদর্শ পরিবারের কামনা করা অবাস্তব। যদিও হয় তবে তা খুব কম হবে। কুরআনে দুইজন আদর্শ নারীর চরিত্র ও নমুনা পেশ করা হয়েছে। যে আদর্শের অনুসরণ করা ঈমানদার নারীদের জন্য আবশ্যক। তার একজন হচ্ছেন ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া। ফিরাউন ছিল স্বৈরাচারী, সীমালঙ্ঘকারী, নির্যাতনকারী, আল্লাহদ্রোহী, লৌহ শলাকাধারী প্রচন্ড প্রতাপশালী সম্রাট। পৃথিবীর ইতিহাসে সে ছিল আল্লাহর প্রকাশ্য দুশমন। অথচ তার স্ত্রী ছিলেন আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ ও শক্তিশালী ঈমানদার। ফিরাউন তার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল তাকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমার প্রতিপালক, আপনার প্রতিপালক এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। তখন ফিরাউন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে খুব কঠিন শাস্তি দিয়েছিল।

---

২২ সূরা আহযাব : আয়াত-২১

ফেরাউন তার চার হাত-পায়ে পেরেক মেরে বুকের ওপর পাথর চাঁপিয়ে শাস্তি দিত। তিনি এ আল্লাহ বিরোধী কঠোর মেজাযী সম্রাটের আধিপত্য থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কাতর কণ্ঠে দু'আ করতে থাকতেন। তিনি অমানবিক শাস্তির শিকার হওয়া সত্ত্বেও পুর্ণ ঈমানের অধিকারী হয়ে সদা-সর্বদা আল্লাহকে ডাকতেন। এটা নারীদের জন্য অনুকরণীয় এক বিরল আদর্শ।

এ আল্লাহ বিশ্বাসী মহিলাকে দুনিয়ার সব মহিলার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা পেশ করেছেন-

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔

'আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য ফিরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করেছেন। ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া দু'আ করে বললেন, হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করো এবং ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে মুক্তি দাও। মুক্তি দাও আমাকে অত্যাচারী লোকদের নির্যাতন থেকে'।[২৩]

মু'মিন নারী-পুরুষের অবস্থা কি হতে পারে তা দেখার ও তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন। প্রতাপশালী ফিরাউনের কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হয়েও আছিয়া চরম ঈমানের পরিচয় দিয়েছেন, যা মুমিননারী-পুরুষের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তিনি চূড়ান্ত ঈমানের পরিচয় দিয়ে আল্লাহর কাছে ঘর বানানোর আবদেন করেছেন এবং ফিরাউন ও তার অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে বাঁচতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঈসা আ.-এর মা মরিয়মের আদর্শ। তিনি ছিলেন পবিত্রতা, সততা ও আল্লাহ ভীরুতার জ্বলন্ত প্রতীক। আল্লাহর তা'আলা বলেন-

---

২৩ সূরা তাহরীম : আয়াত-১১।

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ۔

'আর ইমরান কন্যা মরিয়ম, যিনি তার যৌনাঙ্গের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তখন আমি তার মধ্যে আমার থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছি। তিনি তার প্রতিপালকের সব কথা ও তার কিতাবসমূহের সত্যতা মেনে নিয়েছেন। বস্তুত তিনি ছিলেন নিয়মিত ইবাদতকারিণী, আল্লাহর আদেশ পালনকারী বিনয়ী লোকদের অন্তর্ভুক্ত'।[২৪]

অত্র আয়াতে মরিয়মের চূড়ান্ত ঈমানের তিনটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে–

(১) যৌনাঙ্গের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। যিনা তাকে স্পর্শ করেনি।

(২) তিনি তার প্রতিপালকের সব কথা ও তার কিতাবসমূহের প্রতি অটল বিশ্বাসী ছিলেন।

(৩) নিয়মিত ইবাদতে ছিলেন অতুলনীয়।

আদর্শ নারী-পুরুষের জন্য এ আয়াতদ্বয় এক বাস্তব উদাহরণ।

আল্লাহ তা'আলা আদর্শ স্ত্রীর গুণ উল্লেখ করে বলেন-

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ

'অতএব যারা সতী-সাধবী স্ত্রীলোক, তারা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম পালনকারী এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে গোপনীয় বিষয়গুলির হেফাজতকারী হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ নিজেই তার হেফাজত করেন'।[২৫]

আল্লাহ তা'আলা এখানে সতী-সাধবী আদর্শ স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছেন। যারা স্বামীর আনুগত্য করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে হেফাজত করে। এখানে আদর্শ স্ত্রীর ছয়টি গুণ পেশ করা হয়েছে।

---

২৪ সূরা তাহরীম : আয়াত-১২।

২৫ সূরা নিসা : আয়াত-৩৪।

(১) 'মুসলিম' মুসলিম শব্দটির অর্থ হচ্ছে কার্যত আল্লাহর হুকুম ও আইন-বিধান পালনকারী। তারা এমন স্ত্রী হবে যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

(২) 'মুমিন' মুমিন বলতে এমন লোককে বুঝায় যে অকৃত্রিম নিষ্ঠা সহকারে ঈমান গ্রহণ করেছে। অতএব মুমিন স্ত্রীর বিশেষত্ব হচ্ছে এ যে, সত্য হৃদয়ে আল্লাহ, তার রাসূল এবং তার দ্বীনের প্রতি ঈমান রাখে। আর কার্যত নিজের চরিত্র, অভ্যাস- আদত, আচার- আচরণ ও ব্যবহারে আল্লাহর দ্বীন অনুসরণ করে চলে।

(৩) 'আনুগত্যশীল' এ শব্দের দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে গ্রহণীয়। প্রথম তারা এমন স্ত্রী হবে যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের অনুগত ও আদেশ পালনকারী হবে। দ্বিতীয়তঃ তারা হবে নিজের স্বামীর অনুগত।

(৪) 'তাওবাকারী' তারা এমন স্ত্রী হবে যারা সবসময়ই আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহ ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়। নিজের দুর্বলতা ও পদস্খলনের অনুভূতি সবসময় দংশন করে এবং সেই জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এ ধরনের স্ত্রীর মধ্যে কোনো সময়ই অহংকার, গৌরব, অহমিকতা, উন্নাসিকতা ও আত্মম্বরিতার ভাবধারা জাগতে পারে না। এমন স্ত্রী স্বভাবতই নম্র প্রকৃতির এবং বিনীত মনোভাবের হয়।

(৫) 'ইবাদতকারী' একজন নারীর সর্বোত্তম হওয়ার ব্যাপারে এ জিনিসের খুব বেশি প্রভাব লক্ষ করা যায়। এমন স্ত্রী ইবাদত করার কারণে আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ পুরাপুরি রক্ষা করে চলে। এমন স্ত্রী কখনোই আল্লাহর ইবাদত করা থেকে মুখ ফিরাবে না–এ আশা তার প্রতি খুব বেশি করা যায়।

(৬) 'সিয়াম পালনকারী' ফরয বা নফল সিয়াম পালন করা অতীতের নবী ও সৎ লোকদের কাজ। সিয়াম পালন করলে প্রবৃত্তি দমন হয়। সিয়াম পালনে অভ্যস্থ স্ত্রীর কাছে সবধরনের কল্যাণের আশা করা যায়। এ যাবত আদর্শ স্ত্রীর যেসব গুণাবলী পেশ করা হলো, সেগুলি পরিপূর্ণভাবে অর্জন করার জন্য সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক নারীর কর্তব্য। আল্লাহ তুমি তাওফীক দান করো।

হযরত আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণ ঈমানদার হয়েছেন কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম এবং ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া ব্যতীত আর কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারেনি'।

তিনি আরো বলেছেন, সব নারীর ওপর আয়েশার মর্যাদা এমন যেমন সব রকমের খাদ্য সামগ্রির ওপর ছারীদের মর্যাদা।[২৬]

রুটি টুকরা টুকরা করে গোশতের ঝোলের মধ্যে ভিজিয়ে দেওয়াকে ছারীদ বলে।

হযরত আলী রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'মারইয়াম বিনতে ইমরান হচ্ছেন সমস্ত নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ হচ্ছেন বর্তমান দুনিয়ার সমস্ত নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'।[২৭]

আনাস রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সারা বিশ্বের মহিলাদের মধ্য থেকে এ চারজন মহিলার ফযিলত সম্পর্কে তোমার অবগত হওয়া যথেষ্ট। তারা হচ্ছেন ইমরানের মেয়ে মারইয়াম, খুওয়ালিদের মেয়ে খাদীজা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ফাতিমা এবং ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া'।[২৮]

অত্র হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চারজন নারীর মর্যাদা সম্পর্কে জানতে বলেছেন। কারণ কোনো নারী বা পুরুষ প্রকৃতপক্ষে আদর্শ ও আল্লাহভীরু হতে চাইলে এসব নারীদের ইতিহাস অবগত হওয়া অপরিহার্য। কোনো নারী যদি তার সতীত্ব যথাযথভাবে রক্ষা করতে চায়, কঠিন দুর্বিসহ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে চায় এবং পরিবারকে আদর্শ করতে চায়, তাহলে তার জন্য মারইয়াম ও আছিয়ার ঈমানী আদর্শ অবগত হওয়া জরুরী।

---

২৬ বুখারী : হাদীস নং-৩৪১১, মুসলিম : হাদীস নং-৪৪৫৯।

২৭ বুখারী হাদীস নং-৩৮১৫।

২৮ তিরমিযী : হাদীস ং-৩৮৭৮।

আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, একদা জিবরাঈল আ. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ যে, দেখছেন খাদীজা একটি পাত্র নিয়ে আসছেন। তাতে তরকারী এবং খাদ্যদ্রব্য রয়েছে। তিনি যখন আপনার কাছে আসবেন, তখন আপনি তাকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম দেবেন এবং তাকে জান্নাতের মধ্যে মুক্তা খচিত এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ প্রদান করবেন। যেখানে নেই কোনো হৈ হুল্লোড়, নেই কোনো কষ্ট-ক্লেশ।[২৯]

অত্র হাদীসে খাদীজা রাযি. যে অনুকরণীয়া, অনুস্মরণীয়া এক চূড়ান্ত উত্ত আদর্শের অধিকারিণী মহিলা তা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। কারণ আল্লাঃ তা'আলা তাকে সালাম দিয়েছেন, জিবরাঈল আ. তাকে সালাম দিয়েছেন। জিবরাঈল আ. তাকে জান্নাতের সুসংবাদও প্রদান করেছেন।

একজন মহিলার মর্যাদা আল্লাহর কাছে কত বেশি হলে আল্লাহ তাকে এভাবে মূল্যায়ন করেন তা ভাবার বিষয়।

আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজার কাছে এসে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো। তিনি তাকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। তারপর তার কিছু ভীতি দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা রাযি. -এর কাছে ঘটনা আদ্যোপান্ত জানিয়ে তাকে বললেন, আমি আমার ব্যাপারে ভয় করছি। খাদীজা রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! কখনো (আপনার কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই) আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথে দুদর্শাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। অতঃপর খাদীজা রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার চাচাত ভাই ওয়ারাকাহ ইবনে নওফালের কাছে নিয়ে গেলেন।[৩০]

---

২৯ মিশকাত : হাদীস নং-৫৯২৫।

৩০ বুখারী শরীফ : হাদীস নং-৩।

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অতি বুদ্ধিমতি আদর্শ স্ত্রীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা বলতে পারে। আদর্শ স্ত্রী হলে স্বামী তার কাছে পরামর্শ চাইতে পারে।

নারীদের জন্য অনুকরণীয় এক অনুপম আদর্শ

একমাত্র আদর্শ নারী খুব ভয়-ভীতি ও সংকটময় মুহূর্তে স্বামীকে সান্তনা দিতে পারে এবং জটিল বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তির কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারে। আর এসব কারণেই খাদীজা রাযি. মুসলিম নারীদের জন্য অনুকরণীয় এক অনুপম আদর্শ হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে আছেন।

হযরত আবূ সালমা রাযি. থেকে বর্ণিত, আয়েশা রাযি. বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আয়েশা! এ যে, জিবরাঈল তোমাকে সালাম দিচ্ছেন।

হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, তাঁর ওপরও সালাম এবং রহমত বর্ষিত হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখতে পান, আমরা তা দেখতে পাই না।[৩১]

যাকে জিবরাঈল আ. সালাম দেন তিনি কত বড় সৌভাগ্যবতি আদর্শ নারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব নারী হচ্ছেন নারীদের জন্য চির অনুসরণীয়। আয়েশা রাযি. বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমাকে তিন রাত আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন, এ আপনার স্ত্রী। তখন আমি তোমার মুখের কাপড় সরিয়ে দেখি তুমি আয়েশা। অতঃপর আমি মনে মনে বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তা একদিন পূর্ণ হবে'।[৩২]

---

৩১ মিশকাত : হাদীস নং-৫৯২৭।
৩২ মিশকাত : হাদীস নং-৫৯২৮।

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, আয়েশা রাযি. এক ব্যতিক্রমী আদর্শের অধিকারী নারী। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাকে নবীর স্ত্রী হিসেবে পছন্দ করেছিলেন। যে কারণে জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখানো হয় এবং জিবরাঈল আ. বলেন, এ আপনার স্ত্রী। অন্য বর্ণনায় রয়েছে জিবরাঈল আ. আয়েশাকে এক সবুজ রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে এনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইহকালে ও পরকালে ইনি আপনার স্ত্রী।[৩৩]

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাযি. বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যখনই কোনো মাসআলা নিয়ে সমস্যায় পড়তাম তখনই আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করতাম এবং তার সঠিক সমাধান পেতাম।[৩৪]

অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শরীয়ত সম্পর্কে আয়েশা রাযি. ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারিণী। সকল সাহাবী তাঁকে শরীয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। আদর্শ নারীদের কাজ হবে জ্ঞান চর্চা করা এবং মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া। নারীদের জ্ঞান অর্জন করা এবং অন্যদের তালীম দেওয়ার ব্যাপারে পৃথিবীর এক অদ্বিতীয় নমুনা হচ্ছেন আয়েশা রাযি.।

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইবরাহীম আ. তিনবার ব্যতীত কখনো মিথ্যা বলেননি। এর মধ্যে দু'বার ছিল শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। তার প্রথমটি ছিল লোকজন তাঁকে মেলা উৎসবে যেতে বললে তিনি বলেন, 'আমি অসুস্থ'। আর তাঁর অপর কথাটি ছিল বরং তাদের বড় মূর্তিটিই একাজ করেছে। আর একটি ছিল তার নিজস্ব ব্যাপারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদা ইবরাহীম আ. ও তাঁর স্ত্রী সারা এক যালিম শাসনকর্তার এলাকায় এসে পৌঁছলেন। শাসনকর্তাকে খবর দেওয়া হলো যে, এখানে একজন লোক এসেছে, তার সঙ্গে আছে

---

৩৩ মিশকাত : হাদীস নং-৫৯৩১।

৩৪ মিশকাত : হাদীস নং-৫৯৩৪।

অতি সুন্দরী এক রমনী। রাজা তখন ইবরাহীম আ.-এর কাছে লোক পাঠাল। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল এ রমনীটি কে? ইবরাহীম আ. বললেন, সে আমার দ্বীনি বোন। অতঃপর ইবরাহীম আ. সারার কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন, হে সারা! যদি এ অত্যাচারী শাসক জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী তাহলে সে তোমাকে আমার কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে।

সুতরাং যদি সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তুমি বলবে যে, তুমি আমার বোন। মূলতঃ তুমি আমার দ্বীনী বোন। কেননা আমি ও তুমি ছাড়া এ যমীনের ওপর আর কোনো মুমিন নেই। এবার শাসনকর্তা সারার কাছে লোক পাঠাল। সারাকে যালিম শাসকের কাছে উপস্থিত করা হলো। অপরদিকে ইবরাহীম আ. সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর সারা যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন রাজা তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াল, তখনই সে আল্লাহর গযবে পাকড়াও হলো।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার দম বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি যমীনে পা মারতে লাগল। যালিম শাসক নিজের অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করো, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহর কাছে তার জন্য দু'আ করলেন ফলে সে মুক্তি পেল। অতঃপর সে দ্বিতীয়বার তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে পূর্বের ন্যায় কিংবা আরো কঠিনভাবে পাকড়াও হলো। এবারও রাজা বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করো আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। সুতরাং সারা আবারো তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। তখন শাসক একজন পাহারাদার ডেকে বলল, তোমরাতো আমার কাছে কোনো মানুষকে আননি বরং তোমরা আমার কাছে এনেছ শয়তান। তারপর সে সারার খিদমতের জন্য হাজেরা নামে একজন রমনীকে দান করল।

অতঃপর সারা ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন, তখনও ইবরাহীম আ. সালাত আদায় করছেন। ঘটনা কি হলো? সারা বললেন, আল্লাহ কাফেরের চক্রান্ত তার প্রতি উল্টো চাপিয়ে দিয়ে তার ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন

এবং সে আমার খিদমতের জন্য হাজেরাকে দান করেছেন। হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, হে আরববাসীগণ! এ হাজেরাই তোমাদের আদি মাতা।[৩৫]

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সারা অনুসরণীয় এক বিরল আদর্শের অধিকারী মহিলা ছিলেন। কারণ সকল ভালো মহিলাই কোনো না কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু সারার মতো নয়। সারা তাঁর মান-ইয্যতের ব্যাপারে সরাসরি এক অত্যাচারী লম্পট শাসকের হাতে পড়েছিলেন এবং শাসক খারাপ উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়িয়েছিল।

কিন্তু আল্লাহ তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দেন। সে তখন মাটিতে পা ছুড়তে থাকে এবং নিজের শোচনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে সারাকে আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা চাইতে বলে এবং তার কোনো ক্ষতি করবে না বলে অঙ্গীকার করে। এভাবে আল্লাহ যালিম বাদশার অসৎ উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দেন এবং সারার ইযযত রক্ষা করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সারা ছিলেন একজন মুত্তাক্বী ও আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত মহিলা।

যার ফলে তার দু'আ কবুল হয়েছিল এবং তিনি তার ইয্যত-আব্রু রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এখনো যে কোনো মহিলা তার তাকওয়া ও পরহেযগারিতার মাধ্যমে যে কোনো বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। প্রত্যেক মুসলিম নারীর উচিত এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। কেননা দেশে যিনা-ব্যভিচারের সয়লাব চলছে, এ পরিমাণের জন্য যে কোনো নারী তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে। পর্দার বিধান যথাযথভাবে পালন করে পরহেযগারিতার চরম শিখরে পৌঁছতে পারে। উপরোক্ত ঘটনা তার জলন্ত প্রমাণ। আল্লাহ তুমি মহিলাদের উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনের তাওফীক দান করো।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল আ.-এর মায়ের কাছ থেকে। হাজেরা রাযি. কোমরবন্দ লাগাতেন, সারা আ. থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। অতঃপর

৩৫ মিশকাত : হাদীস নং- ৫৪৬০।

ইবরাহীম আ. হাজেরা আ. এবং তাঁর শিশু পুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। এমতাবস্থায় যে, হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত হলো।

ইবরাহীম আ. তাদের দু'জনকে সেখানে নিয়ে আসলেন এবং মসজিদের উঁচু অংশে যেখানে এখন যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে একটি বড় গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোনো খাদ্য, না ছিল কোনোরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে চলে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর ও একটি মশকে কিছু পানি।

অতঃপর ইবরাহীম আ. ফিরে চললেন। তখন হাজেরা তাঁর পিছে পিছে যেতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন যেখানে না আছে কোনো সাহায্যকারী, আর না আছে খাদ্যের ব্যবস্থা। তিনি একথা তাঁকে বার বার বলতে লাগলেন। কিন্তু ইবরাহীম আ. তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা নিরুপায় হয়ে বললেন, আল্লাহ কি আপনাকে এভাবে চলে যেতে বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর হাজেরা ছেলের কাছে ফিরে আসলেন।

আর ইবরাহীম আ. সামনের দিকে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের এমন বাঁকে পৌঁছলেন, যেখান থেকে স্ত্রী ও সান্তানকে আর দেখা যাচ্ছে না কিংবা তারাও তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি দু'হাত তুলে প্রার্থনা শুরু করলেন,

رَبَّنَآ اِنِّیۡٓ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِكَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡـِٕدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَهۡوِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ وَ ارۡزُقۡهُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ۔

হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতককে আপনার সম্মানিত কা'বা ঘরের কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায় রেখে গেলাম। হে আমার প্রতিপালক! যাতে সালাত কায়েম করতে পারে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, যেন তারা আপনার শুকরিয়া আদায় করতে পারে।[৩৬]

আর ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে স্বীয় স্তনের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে পানি ফুরিয়ে গেল।

তিনি নিজে তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তাঁর শিশু পুত্রও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির দিকে দেখতে লাগলেন। তৃষ্ণায় তার বুক ধরফড় করছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশু পুত্রের এ করুণ অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ার তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের নিকটবর্তী পর্বত 'ছাফা'-কে একমাত্র তাঁর নিকটবর্তী পর্বত হিসেবে পেলেন। অতঃপর তিনি তার ওপর উঠে দাঁড়ালেন এবং ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিক সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কাউকে দেখা যায় কি-না? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'ছাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন।

এমনকি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের মতো ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ে এসে তার ওপর উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর এদিক সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কি-না কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌঁড়াদৌড়ি করলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ জন্যই মানুষ এ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সাঈ করে থাকে। অতঃপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা করো। তিনি

---

৩৬ সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩৭।

মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ। যদি তোমার কাছে কোনো সাহায্যকারী থাকে।

হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা তার পায়ের গোড়ালী দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, স্বীয় ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাজেরা আ.-এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক হাউজের মতো করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপচে উঠছিল। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবাহমান ঝর্ণায় পণিরত হতো।

রাবী বলেন, অতঃপর হাজেরা আ. পানি পান করলেন এবং শিশু পুত্রকেও দুধপান করালেন, তখন ফেরেশতা তাকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোনো আশঙ্কা করবেন না। কেননা এখাহে আমাদের ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবেন এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনো ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহ ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার মতো উঁচু ছিল।

বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। অতঃপর হাজেরা আ. এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে জুরহুম গাত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাঁদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মক্কায় নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই এ পাখিগুলো পানির ওপর উড়ছে।

আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোনো পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে

পাঠাল। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হলো। রাবী বলেন, ঈসমাঈল আ.-এর মা পানির কাছে ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ তবে এ পানির ওপর তোমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ বলে তাদের মতো প্রকাশ করল।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন।

অতঃপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদেরও কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হলো। আর ইসমাঈলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

অতপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে হযরত ইসমাঈলের মা হাজেরা আ. ইন্তেকাল করেন। হযরত ইসমাঈল আ.-এর বিবাহের পর ইবরাহীম আ. তাঁর রেখে যাওয়া পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি এসে হযরত ইসমাঈল আ.-কে পেলেন না। তিনি ইসমাঈলের স্ত্রীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন।

অতঃপর তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবনযাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরবস্থায়, অত্যন্ত টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম আ.-এর কাছে তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী আসলে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়।

অতঃপর যখন হযরত ইসমাঈল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি।

হযরত ইসমাঈল আ. জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোনো নসীহত করেছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। হযরত ইসমাঈল আ. বললেন, তিনি আমার পিতা। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই।

অতএব তুমি তোমার আপনজনদের কাছে চলে যাও। এ কথা বলে ইসমাঈল আ. তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোকদের থেকে অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন।

অতঃপর ইবরাহীম আ. এদের থেকে দূরে রইলেন, আল্লাহ যতদিন চাইলেন। অতঃপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল আ.-এর দেখা পেলেন না। তিনি পুত্রবধুর কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ইসমাঈল আ. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইবরাহীম আ. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবন যাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমরা ভালো ও স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। আর সে আল্লাহর প্রশংসাও করল।

ইবরাহীম আ. জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি? সে বলল,গোশত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি? সে বলল পানি। ইবরাহীম আ. দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দাও। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ

সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো তাহলে ইবরাহীম আ. সে বিষয়েও তাদের জন্য দু'আ করতেন।

বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা শুধু গোশত ও পানি জীবন যাপনের অনুকূল হতে পারে না।

ইবরাহীম আ. বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে আমার সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাঈল আ. যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের কাছে কেউ এসেছিলেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করল, তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। অতঃপর তিনি আমার কাছে আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভালো আছি। ইসমাঈল আ. বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন।

ইসমাঈল আ. বললেন, তিনিই আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার ঘরের চৌকাঠ। একথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখি।

অতঃপর ইবরাহীম আ. তাদের থেকে দুরে রইলেন, যতদিন আল্লাহ চাইলেন। এরপর তিনি আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন) যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল আ. তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন।

অতঃপর ইবরাহীম আ. বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল আ. বললেন, আপনার রব আপনাকে

যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইবরাহীম আ. বললেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল আ. বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইবরাহীম আ. বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে। তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল তুলতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল আ. পাথর আনতেন, আর ইবরাহীম আ. নির্মাণ করতেন।

পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল আ. (মাকামে ইবরাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম আ. -এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম আ. তার ওপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল আ. তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে এ দু'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর তৈরী করতে থাকেন এবং কা'বা ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে এ দু'আ করতে থাকেন, 'হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন"।[৩৭]

অত্র হাদীসে হাজেরার ঈমানী পরীক্ষা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কোনো খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা না থাকলেও আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন না, এ বিশ্বাস তার অন্তরে দৃঢ়ভাবে ছিল। এমনকি এ জন-মানবহীন প্রান্তরে, অনুর্বর উপত্যকায় তিনি থাকতে পারবেন বলেও জোরাল কণ্ঠে প্রকাশ করলেন। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হলেই কেবল মানুষ এরূপ বলতে পারে। পৃথিবীর সকল নারীর উচিত আল্লাহর প্রতি ঐরূপ বিশ্বাসী হওয়া, যেরূপ বিশ্বাসী ছিলেন হাজেরা রাযি.। হাজেরা রাযি.-এর আদর্শ নারীরা গ্রহণ করলে তাদের জীবনে প্রভৃত সফলতা আসবে।

---

৩৭ সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-১২৭; বুখারী : হাদীস নং-২৩৬৮।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চারজন নারীর মর্যাদা সম্পর্কে জানতে বলেছেন। কারণ কোনো নারী প্রকৃত পক্ষে আদর্শ ও আল্লাহভীরু হতে চাইলে এসব নারীদের ইতিহাস অবগত হওয়া অপরিহার্য। কোনো নারী তার সতিত্বকে রক্ষা করে ঈমান ও পরহেযগারিতার সাথে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য এসব নারীর জীবনী সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে সে অনুযায়ী আমল করা একান্ত জরুরী।

নারীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শের অধিকারী আরেকজন মহিলা হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা। তার বিনয়-নম্রতা, শালীন আচরণ, ইবাদত-বন্দেগী, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা প্রভৃতি আদর্শের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতী নারীদের অন্যতম নেত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত উম্মে সালমা রাযি. বলেন, মক্কা বিজয়ের পর একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। তা শুনে ফাতেমা কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তিনি পুনরায় তাঁর সাথে কথা বললেন, এবার ফাতেমা রাযি. হেসে উঠলেন।

হযরত উম্মে সালমা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমি ফাতেমাকে ঐদিন কাঁদার এবং হাসার কারণে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, অচিরেই তিনি ইন্তেকাল করবেন, তা শুনে আমি কেঁদেছিলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, ঈসা আ.-এর মা মরিয়ম ব্যতীত জান্নাতের সকল নারীদের সরদার আমি হব।[৩৮]

পৃথিবীতে যেসব মহিলার আদর্শ অনুসরণীয় মহিলা ছিলেন ফাতেমা রাযি. তাদের অন্যতম। তিনি খুব নম্র স্বভাবের এবং অত্যন্তপরহেযগার মহিলা ছিলেন।

---

৩৮ তিরমিযী : হাদীস নং-৫৯৩৩।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী পুরুষদের সংবাদ দিব না? নবী জান্নাতী, সত্যবাদী জান্নাতী, শহীদ জান্নাতী, নবজাতক শিশু জান্নাতী, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনি ভাইয়ের সাক্ষাৎকারী জান্নাতী।

আর ঐসব স্ত্রীগণ হচেছ জান্নাতের অধিবাসী যারা বন্ধুভাবাপন্ন, স্নেহপরায়ণ, বেশি বেশি সান্তনা প্রসবকারিণী, স্বামীর প্রতি বারংবার গভীর প্রেম বিনিময়কারিণী। কোনো সময় স্বামী রাগান্বিত হলে, স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জন না করা পর্যন্ত কোনো খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করব না।[৩৯]

চারটি গুণের নারী জান্নাতী

অত্র হাদীসে এমন নারীর আদর্শ প্রকাশ হয়েছে যারা জান্নাতী। হাদীসে চারটি গুণের অধিকারিণী নারীকে জান্নাতী বলা হয়েছে।

১. স্বামীকে খুব বেশি ভালোবাসা,

২. ঘন ঘন সন্তান প্রসব করা,

৩. স্বামীর সাথে বারংবার গভীর প্রেমবিনিময়ে অনুরাগী হওয়া,

৪. স্বামী কোনো কারণবশত রাগন্বিত হলে স্বামীকে রাযী-খুশী না করা পর্যন্ত খাদ্য না খাওয়ার দৃঢ় পরিকল্পনা করা।

আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নারীরা রাস্তার মধ্য দিয়ে চলাচল করবে না।[৪০]

এখানে নারীদের রাস্তায় চলার আদর্শ বর্ণনা করা হয়েছে। আদর্শ নারীর পরিচয় হচ্ছে তারা রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলাচল করবে। বর্তমান সমাজে এ হাদীসের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা হচ্ছে।

---

৩৯ সিলসিলা সহীহ : হাদীস নং-১৮৭।

৪০ সিলসিলা সহীহা : হাদীস নং-৮৫৬।

সৌভাগ্যবান নারীর গুণ

হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সৌভাগ্যবান হওয়ার চারটি জিনিস রয়েছে-

১. সতী-সাধ্বী স্ত্রী।

২. প্রসস্থ বাসস্থান।

৩. সৎ ও উপযুক্ত প্রতিবেশী।

৪. আরামদায়ক যানবাহন।

আর দূর্ভাগ্যবান হওয়ার চারটি জিনিস রয়েছে-

(১) খারাপ প্রতিবেশী

(২) মন্দ আচরণের স্ত্রী

(৩) বিপদজনক যানবাহন

(৪) সংকীর্ণ বাসস্থল।

এখানে এমন ব্যক্তিকে সৌভাগ্যবান বলা হয়েছে, যার স্ত্রী সতী-সাধ্বী পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী। যার স্ত্রী আদর্শহীন তাকে দূর্ভাগ্যবান বলা হয়েছে।[৪১]

উত্তম নারীর গুণ

আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কে সবচেয়ে উত্তম নারী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে স্ত্রী তার স্বামীকে খুশী করতে পারে, স্বামী যখন তার দিকে লক্ষ্য করে। স্বামী যখন তাকে আদেশ করে, তখন স্বামীর আদেশ যথাযথ মান্য করে। আর তার নিজের ব্যাপারে এবং নিজের সম্পদের ব্যাপারে স্বামী যা অপছন্দ করে সে তা করে না।[৪২]

এখানে আদর্শ নারীর তিনটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে-

---

৪১ সিলসিলা সহীহা : হাদীস নং-২৮৩, ১৯০৩।

৪২ সিলসিলা সহীহা : হাদীস নং-১৮৩৮, ১৯১৬।

(১) এমন হাসি মুখে থাকা, স্বামী দৃষ্টি দিলেই যেন খুশী হয়।

(২) সদাসর্বদা স্বামীর আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকা।

(৩) নিজের ব্যাপারে এবং নিজের অর্থের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরোধিতা না করা।

স্ত্রীর জান্নাত তার স্বামী

হুসাইন ইবনে মিহসান তার ফুফু আসমা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তার ফুফু একদা তার কোনো প্রয়োজনের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার স্বামী আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তার কেমন স্ত্রী? সে বলল, আমি তার খিদমত করতে কম করি না, তবে আমি তার ব্যাপারে অপারগ হই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি যা বলছ, সে ব্যাপারে চিন্তা করো, তুমি তার থেকে কোথায় যাবে? নিশ্চয়ই সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম'।[৪৩]

অত্র হাদীসে স্ত্রীদেরকে তিনটি বিষয়ে বলা হয়েছে-

(১) স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(২) স্বামীর খিদমত করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করতে হবে।

(৩) কোনো সময় তার কাছে অপারগতা প্রকাশ করা যাবে না। কারণ স্বামী হচ্ছে জাহান্নাম ও জান্নাতের মাধ্যম। একমাত্র আদর্শ স্ত্রী এগুলি পালন করে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে এমন নারী যারা স্নেহপরায়না, ঘনঘন সন্তান প্রসবকারিণী, সমব্যথী, স্বান্ত্বনা প্রদানকারিণী, সহযোগিনী।[৪৪]

এখানে আদর্শ নারীর চারটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে-

---

৪৩ সিলসিলা সহীহা : হাদীস নং-২৬১২, ১৯৩৪।

৪৪ সিলসিলা সহীহা : হাদীস নং-১৮৪৯।

১. স্বামীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া।

২. ঘন ঘন সন্তান প্রসব করা।

৩. স্বামীর দুঃখ-বেদনায় সমব্যথী হওয়া।

৪. স্বামীর কাজে সহযোগিতা করা।

অল্প তুষ্টির গুণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা কুমারীদের বিবাহ করো। কেননা তাদের মুখ বেশি মিষ্টি, তারা অধিক গর্ভধারিণী এবং অল্পতে সন্তুষ্ট।'[৪৫]

হাদীসে আদর্শ নারীর তিনটি গুণ বলা হয়েছে-

১. মিষ্টি মুখ হওয়া অর্থাৎ কোনো সময় রাগবশত গরম হয়ে স্বামীর সাথে কথা না বলা।

২. বেশি বেশি সন্তান দেওয়া,

৩. অল্পে তুষ্ট হওয়া অর্থাৎ স্বামীর যে কোনো জিনিসের প্রতি আপত্তি পেশ না করা।

ছাওবান রাযি. বলেন, আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ সবচেয়ে উত্তম, তবে তা সঞ্চয় করতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে, সবসময় আল্লাহকে স্মরণকারী জিহ্বা, শুকরিয়া আদায়কারী অন্তর এবং এমন ঈমানদার স্ত্রী, যে তার স্বামীকে দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য করে'।[৪৬]

অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

অত্র হাদীসে তিনটি জিনিসকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়েছে।

(১) আল্লাহর যিকিরকারী জিহ্বা। যার জিহ্বা সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তাসবীহ পাঠ করে ও ক্ষমা চায়। তার জন্য তার জিহ্বা শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

---

৪৫ সিলসিলা ছহীহ : হাদীস নং-৬২৩, ১৯৫৭।

৪৬ তিরমিযী : হাদীস নং-৩০৯৪।

(২) যার অন্তর আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া আদায় করে, তার জন্য তার অন্তর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

(৩) ঐ স্ত্রী শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যে তার স্বামীকে দ্বীনের ব্যাপারে সব ধরনের সাহায্য করতে পারে।

আনাস রাযি. বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'স্ত্রীলোক যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসের সিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ও স্বামীর অনুগত থাকে, তখন সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে'।[৪৭]

অত্র হাদীসে আদর্শ নারীর চারটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা আদর্শ নারীর একটি বড় গুণ। এগুণ ছাড়া কোনো নারী আদর্শ হতে পারে না।

(২) রমযান মাসের সিয়াম পালন করা আদর্শ নারীর দ্বিতীয় বড় গুণ।

(৩) আনুগত্য ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই একজন নারী আদর্শ হতে পারে। কোনো নারী আনুগত্য ছাড়া আদর্শের দাবী করতে পারে না।

(৪) আদর্শ হওয়ার জন্য লজ্জাস্থানের হেফাজত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যে গুণের মাধ্যমে একজন নারীর ইহকাল ও পরকালের মান-সম্মান নির্ভর করে। একজন ব্যভিচারিণী নারী বিন্দুমাত্র আদর্শের দাবী করতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'গোটা দুনিয়াটাই হচ্ছে সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সতীসাধবী নারী'।[৪৮]

অত্র হাদীসে একমাত্র আদর্শ স্ত্রীকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলে নারীদের মান-সম্মান এত

---

৪৭ মিশকাত : হাদীস নং-৩২৫৪।

৪৮ মিশকাত : হাদীস নং-৩০৮৩।

বেশি করেছেন এবং জাতির কাছে তাদেরকে এত মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য করে পেশ করেছেন, যা পৃথিবীর কোনো জাতি নারীদের কোনোদিন দিতে পারেনি।

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম ও আদর্শ নারী হচ্ছে এমন নারী যে, তুমি তার প্রতি দৃষ্টি রাখলে সে তোমাকে খুশী করতে পারে। তুমি আদেশ করলে মান্য করে। তুমি বাড়ীতে না থাকলে সে নিজেকে হেফাজতে রাখে এবং তোমার সম্পদ হেফাজতে রাখে।[৪৯]

অত্র হাদীসে আদর্শ নারীর চারটি গুণ পেশ করা হয়েছে। যথা-

(১) স্বামীর সাথে কথা বললে হাসিমুখে কথা বলে।

(২) স্বামী আদেশ করলে মান্য করে।

(৩) স্বামী বাড়ীতে না থাকলে নিজেকে হেফাজতে রাখে।

(৪) স্বামী অনুপস্থিত থাকলে তার সম্পদ হেফাজত করে।

হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ মানুষকে সিজদা করতে পারে না। মানুষের জন্য মানুষকে সিজদা করা জায়েয হলে, স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক বড় হওয়ায় আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম স্বামীকে সিজদা করতে। আল্লাহর কসম কারো মাথা থেকে পা পর্যন্ত যদি জখম হয় এবং সেখান থেকে রক্ত-পূজ বের হতে থাকে আর স্ত্রী যদি সে স্থানগুলি জিহ্বা দিয়ে চাটে তবুও সে তার স্বামীর হক্ব আদায় করতে পারবে না।[৫০]

অত্র হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক্ব অনেক বড়। কারণ স্ত্রী সারা জীবন স্বামীর হক্ব আদায় করার চেষ্টা করলেও তা আদায় করা সম্ভব হবে না। তবুও আদর্শ নারীর কাজ হবে জান্নাত পাওয়ার আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বামীর খিদমতে সর্বদা নিয়োজিত থাকা।

---

৪৯ তাফসীর দুররে মানছূর-২/৪৮১।

৫০ আহমাদ : হাদীস নং- ১৫৫১।

জান্নাতীদের নেয়ামতসমূহ

আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُوْلُوْنَ : لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ، فَيَقُوْلُ : هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، فَيَقُوْلُ : أَلَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُ : أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতীদের ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! উত্তরে তারা বলবেন: হে রব, 'আমরা তোমার দরবারে উপস্থিত, আমরা তোমার কাছে সফলতা কামনা করছি, যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে' তখন আল্লাহ তাদের বলবেন, তোমরা কি আমার প্রতি রাজি-খুশি? তারা বলবে, হে আমাদের রব! রাজি-খুশি না হওয়ার কি আছে? তুমি আমাদের এমন সবকিছু দিয়েছ, যা তুমি তোমার আর কোনো মাখলুককে দাওনি। তারপর আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের এর চেয়েও উত্তম কিছু দান করব? তখন তারা বলবে, কোন জিনিস এর চেয়ে উত্তম? তখন আল্লাহ ঘোষণা দেবেন, "তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি অবধারিত, আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না"।

জান্নাতের নহরসমূহ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ

مُّصَفًّى ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ۔

"মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্ণাধারা,, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্ণাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং তাদেরকে ফুটন্তপানি পান করানো হবে ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে"?[৫১]

আয়াতের তাফসীর : মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত অর্থাৎ গুণাগুণ হলো, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি। এ কথার অর্থ, পঁচে গলে যার স্বাদ পরিবর্তন হয়নি এবং দুর্গন্ধ ছড়ায়নি।

'এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্ণাধারা' তাকে পা পৃষ্ট করেনি এবং ইতঃপূর্বে হাত বদল হয়নি। 'তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে' অর্থাৎ যারা এ ধরনের নেয়ামতসমূহের মধ্যে থাকবে তারা কি ওদের মতো হবে, যারা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে?।

'হুর' তথা সুন্দরী নারী ও জান্নাতীদের বাসস্থান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ۔

"সেখানে থাকবে এমন নারীগণ যাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকবে স্বামীর প্রতি, যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ আর না কোনো জিন"।[৫২]

---

৫১ সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-১৫।

৫২ সূরা রহমান : আয়াত-৫৬।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَ حُوْرٌ عِيْنٌ ۔ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۔ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔

"আর থাকবে ডাগর-চোখা হুর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা, তারা যে আমল করত তার প্রতিদানস্বরূপ"।[৫৩]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন-

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۔

"সারিবদ্ধ পালঙ্কে তারা হেলান দিয়ে বসবে; আর আমি তাদেরকে মিলায়ে দেব ডাগর-চোখা হুর-এর সাথে"।[৫৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

فِى الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مَجُوْفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلًا، فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ، يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ ۔

"জান্নাতের মধ্যে মর্মর পাথরে সুশোভিত গোলাকার তাঁবু রয়েছে যার প্রস্থ ষাট মাইল। তাঁবুগুলোর প্রতিটি কোণে কিছু লোক রয়েছে, তার এক কোণে যারা থাকবে তারা অপর কোণের লোকদের দেখতে পাবে না। মুমিনরা তাদের ওপর ঘুরে বেড়াবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতীদের বাসস্থান ও জান্নাতের রুমসমূহের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۔

---

৫৩ সূরা ওয়াক্বিয়া, আয়াত-২২-২৪।

৫৪ সূরা তূর : আয়াত-২০।

"জান্নাতের একটি ইট রুপার অপরটি স্বর্ণের আর তার আস্তর হলো মিসক। আর তার সুরকী হলো, মুণি মুক্তার পাথর। জান্নাতের মাটি হলো যাফরান। যে ব্যক্তি জান্নাতে একবার প্রবেশ করবে, সে জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করতে থাকবে সে হতাশ হবে না, জান্নাতে চিরকাল থাকবে তাতে সে কখনো মরবে না, তাদের কাপড় কখনো পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবন কখনো শেষ হবে না"।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. তার 'আন-নুনিয়া' নামক বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থে জান্নাতের আসনসমূহ ও তার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুসংহত ও মজবুত কাবা যাকে পাথর ও খুঁটির দ্বারা আবৃত করা হয়েছে তার তাওয়াফ করে, সে সর্বদা সাফা মারওয়া ওয়াদিয়ে মুহাসসার ও দুটি সবুজ রেখার মাঝে দৌড়তে থাকে। সে মিনার কাছে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু খাইফ তাকে কাছে যাওয়া থেকে প্রতিরোধ করছে"।

তিনি আরও বলেন, "যারা তাদের চক্ষুকে বিরত রাখে, তারা তাদের প্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো মাহবুবকে তালাশ করে না। তাদের চোখ তাদের প্রিয় মানুষটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য কোনো যুবকের প্রতি তার দৃষ্টি যায় না"। তিনি আরও বলেন, "ঐ লোক তার চোখ বিরত রাখার নয়, যে দূর্বল। সুতরাং তারা দুই প্রকার। হে চক্ষু উন্মুক্তকারী ব্যক্তি, অবশ্যই পরবর্তীতে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। সে অবশ্যই সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ উভয়টি থেকে খালি হবে।

তিনি আরও বলেন, "হে জ্ঞানীজন! তুমি জান্নাতের আসনসমূহের বর্ণনা শোন! তারপর তুমি তোমার জন্য ডাগর চোখ বিশিষ্ট নারী যারা সৌন্দর্য ও সৃষ্টির দিক বিবেচনায় পরিপূর্ণ এবং সর্বাধিক সুন্দর নারী হিসেবে পরিগণিত"।

ব্যাখ্যা দানকারী বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ۔

"আর আমি তাদেরকে মিলিয়ে দেব ডাগর-চোখা হূর-এর সাথে"[৫৬]

---

৫৬ সূরা তূর : আয়াত-২০।

"জান্নাতের একটি ইট রুপার অপরটি স্বর্ণের আর তার আস্তর হলো মিসক। আর তার সুরকী হলো, মুণি মুক্তার পাথর। জান্নাতের মাটি হলো যাফরান। যে ব্যক্তি জান্নাতে একবার প্রবেশ করবে, সে জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করতে থাকবে সে হতাশ হবে না, জান্নাতে চিরকাল থাকবে তাতে সে কখনো মরবে না, তাদের কাপড় কখনো পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবন কখনো শেষ হবে না"।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. তার 'আন-নুনিয়া' নামক বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থে জান্নাতের আসনসমূহ ও তার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুসংহত ও মজবুত কাবা যাকে পাথর ও খুঁটির দ্বারা আবৃত করা হয়েছে তার তাওয়াফ করে, সে সর্বদা সাফা মারওয়া ওয়াদিয়ে মুহাসসার ও দুটি সবুজ রেখার মাঝে দৌড়তে থাকে। সে মিনার কাছে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু খাইফ তাকে কাছে যাওয়া থেকে প্রতিরোধ করছে"।

তিনি আরও বলেন, "যারা তাদের চক্ষুকে বিরত রাখে, তারা তাদের প্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো মাহবুবকে তালাশ করে না। তাদের চোখ তাদের প্রিয় মানুষটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য কোনো যুবকের প্রতি তার দৃষ্টি যায় না"। তিনি আরও বলেন, "ঐ লোক তার চোখ বিরত রাখার নয়, যে দূর্বল। সুতরাং তারা দুই প্রকার। হে চক্ষু উন্মুক্তকারী ব্যক্তি, অবশ্যই পরবর্তীতে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। সে অবশ্যই সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ উভয়টি থেকে খালি হবে।

তিনি আরও বলেন, "হে জ্ঞানীজন! তুমি জান্নাতের আসনসমূহের বর্ণনা শোন! তারপর তুমি তোমার জন্য ডাগর চোখ বিশিষ্ট নারী যারা সৌন্দর্য ও সৃষ্টির দিক বিবেচনায় পরিপূর্ণ এবং সর্বাধিক সুন্দর নারী হিসেবে পরিগণিত"।

ব্যাখ্যা দানকারী বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ.

"আর আমি তাদেরকে মিলিয়ে দেব ডাগর-চোখা হুর-এর সাথে"[৫৬]

---

৫৬ সূরা তূর : আয়াত-২০।

জান্নাতীদের খাদ্য ও পানীয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। যখনই তাদেরকে জান্নাত থেকে কোনো ফল খেতে দেওয়া হবে, তারা বলবে, 'এটা তো পূর্বে আমাদেরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল'। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে এবং তাদের জন্য তাতে থাকবে পূতঃপবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে হবে স্থায়ী।"[৫৭]

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ وَّ عُيُوْنٍ۔ وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ۔ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۔

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝর্ণা-বহুল স্থানে, আর ফলমূল- এর মধ্যে, যা তারা চাইবে। (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা যে আমল করতে তার প্রতিদানস্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার করো; সৎকর্মশীলদের আমরা এমনই প্রতিদান দিয়ে থাকি"।[৫৮]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَفٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ۔

"আর (ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দমত ফল নিয়ে। আর পাখির গোশত নিয়ে, যা তারা কামনা করবে"।

---

৫৭ সূরা বাকারাহ : আয়াত-২৫।

৫৮ সূরা মুরসালাত, আয়াত : ৪১-৪৪।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَكِنَّ طَعَامَهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ.

"জান্নাতীরা জান্নাতে খাবে এবং পান করবে, কিন্তু তারা জান্নাতে পেশাব পায়খানা করবে না এবং তাদের নাক দিয়ে কোনো সর্দি বের হবে না। তাদের খাদ্যগুলো হবে মিসকের ফোটার মতো একটি ঢেকুর মাত্র। তাদের মুখ থেকে তাসবীহ ও তাহমীদ নিশ্বাসের মতো বের হতে থাকবে।

জান্নাতের সহজ পথ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা"।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জান্নাতের সহজ পথ হিসেবে বিবেচিত-

১. উপকারী ইলমের অনুসন্ধান করা। (কুরআন ও সুন্নাহের ইলম)

২. ঈমান ও আমলে সালেহ। (নেক আমলসমূহ)

৩. ইসলাম ও ঈমানের রুকনসমূহকে পরিপূর্ণরূপে আদায় করা।

৪. সুন্দর চরিত্র, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা, ফকীর মিসকীনদের জন্য ব্যয় করা, মেহমানের মেহমানদারি করা ইত্যাদি।

৫. মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করা।

৬. আল্লাহর যিকির করা।

৭. দয়া করা।

৮. দুর্বল অসহায় ও গরীব লোকদের প্রতি দয়া করা।

৯. দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে সহযোগিতা করা।

১০. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করা।

১১. কথা ও কাজে সত্যবাদী হওয়া।

১২. আমানতের হেফাজত করা।

১৩. ওয়াদ পূর্ণ করা।

১৪. প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করা।

১৫. ইয়াতীমের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।

১৬. একজন মুসলিম ভাইয়ের বিপদে সহযোগিতা করা।

১৭. বিপদগ্রস্তলোকের সাহায্য করা।

১৮. একজন মুসলিমের দোষ গোপন করা।

১৯. একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত করা।

২০. আল্লাহর ওপর ভরসা করা।

২১. আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য মহব্বত রাখা।

২২. আল্লাহকে ভয় করা।

২৩. আল্লাহর রহমতের আশা করা।

২৪. আল্লাহর কাছে তাওবা করা।

২৫. আল্লাহর আদেশের ওপর ধৈর্যধারণ করা।

২৬. আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

২৭. আল্লাহর কুরআন তিলাওয়াত করা।

২৮. সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।

২৯. কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

৩০. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

৩১. যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে তুমি দেবে আর যে তোমার প্রতি অবিচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করবে।

৩২. যাবতীয় কর্মে ইনসাফ করা।

৩৩. মানুষকে খানা খাওয়ানো।

৩৪. সালামের প্রসার করা।

৩৫. গভীর রাতে সালাত আদায় করা।

৩৬. আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কিতাব, মুসলিমদের ইমাম ও সাধারণ মুসলিমদের হিতাকাংখী হওয়া ইত্যাদি।

এ সব আমল ও এ ধরনের যে সব আমল আছে যেগুলো দ্বারা একজন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আর এটিই হলো মহান সফলতা ও বড় পাওনা।

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি.-থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا، وَاعْلَمُوْا اَنَّه لَنْ يَّنْجُوْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِه - قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَا اَنْتَ؟ قَالَ : وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَ نِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ -

"তোমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো এবং আমলসমূহকে সুন্দর করো, আর মনে রাখবে তোমাদের কেউ তার আমল দ্বারা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করল, আপনিও কি নাজাত পাবেন না হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না আমিও না, তবে যদি আল্লাহ তাঁর রহমত ও দয়া দ্বারা আমাকে ঢেকে ফেলেন তাহলে আমি নাজাত পাব।

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

سَدِّدُوْا، وَقَارِبُوْا، وَاَبْشِرُوْا، فَإِنَّه لَا يُدْخِلُ اَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ - قَالُوْا: وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : وَلَا اَنَا، اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَ نِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّرَحْمَةٍ - وَفِيْ لَفْظٍ : وَاعْلَمُوْا اَنَّ اَحَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللهِ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ

“তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে সংশোধন করো, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো এবং তোমরা সু-সংবাদ গ্রহণ করো। কারণ, কাউকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি আপনার আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না। উত্তরে তিনি বলেন, আমিও না, তবে যদি আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা আমার অনুকূলে থাকে।

অপর শব্দে বর্ণিত, তোমরা মনে রাখবে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো যা স্থায়ী হয়, যদিও তা কম”।

আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বাণী-

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

“তোমরা তোমাদের আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করো”।[৫৯]

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

“আর এটিই জান্নাত, তোমাদের নিজেদের আমলের ফলস্বরূপ তোমাদেরকে এর অধিকারী করা হয়েছে”।[৬০]

এবং এ ধরনের আরও যত আয়াত আছে, যাতে প্রমাণিত হয়, মানুষ তাদের আমলের মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, এগুলো উল্লেখিত হাদীসসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং আয়াতের অর্থ হলো, জান্নাতে

---

৫৯ সূরা নাহল : আয়াত-৩২।

৬০ সূরা যুখরুফ : আয়াত-৭২।

প্রবেশ করা আমলের দ্বারা হবে, কিন্তু আমল করার তাওফিক, হিদায়াত, আমলে ইখলাস ও আমল কবুল করা আল্লাহর রহমত ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে। সুতরাং এ কথা বলা বাহুল্য যে শুধু আমল দ্বারা কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর এটিই হলো, হাদীসের মর্মার্থ। মোটকথা, একজন লোক আমল করার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হলো, আল্লাহর রহমত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

জান্নাতী নারীদের গুণাবলী

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।"[৬১]

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন, "পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ সে তার গার্জিয়ান, অভিভাবক, তার ওপর কর্তৃত্বকারী ও তাকে সংশোধনকারী, যদি সে বিপদগামী বা লাইনচ্যুত হয়।"

এ ব্যাখ্যা রাসূলের হাদীস দ্বারাও সমর্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে নারীদের আদেশ করতাম স্বামীদের সিজদা করার জন্য। সে আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, নারী তার স্বামীর সব হক আদায় করা ব্যতীত, আল্লাহর হক আদায়কারী হিসেবে গণ্য হবে না। এমনকি স্বামী যদি তাকে বাচ্চা প্রসবস্থান থেকে তলব করে, সে তাকে নিষেধ করবে না।"

---

৬১ সূরা নিসা : আয়াত-৩৪।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

"সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হেফাজতকারীনী এ বিষয়ের যা আল্লাহ হেফাজত করেছেন।"[৬২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'সুতরাং নেককার নারী সে, যে আনুগত্যশীল। অর্থাৎ যে নারী সর্বদা স্বামীর আনুগত্য করে নারীর জন্য আল্লাহ এবং তার রাসূলের হকের পর স্বামীর হকের মতো অবশ্য কর্তব্য কোনো হক নেই।

হে নারীগণ, তোমরা এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখ। বিশেষ করে সে সকল নারী, যারা সীমালঙ্গনে অভ্যস্ত, স্বেচ্ছাচার প্রিয়, স্বামীর অবাধ্য ও পুরুষের আকৃতি ধারণ করে। স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের নামে কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে, যখন ইচ্ছা বাইরে যাচ্ছে আর ঘরে ফিরছে। যখন যা মন চাচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। তারাই দুনিয়া এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের বিনিময়ে আখেরাত বিক্রি করে দিয়েছে। হে বোন! সতর্ক হও, চৈতন্যতায় ফিরে আস, তাদের পথ ও সঙ্গ ত্যাগ করো। তোমার পশ্চাতে এমন দিন ধাবমান যার বিভীষিকা বাচ্চাদের পৌঁছে দিবে বার্ধক্যে।

নারীদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের কারণ

পুরুষরা নারীদের অভিভাবক ও তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল। যার মূল কারণ উভয়ের শারীরিক গঠন, প্রাকৃতিক স্বভাব, যোগ্যতা ও শক্তির পার্থক্য। আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।

দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ নেককার স্ত্রী

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পুরো দুনিয়া ভোগের সামগ্রী, আর সবচে' উপভোগ্য সম্পদ হলো নেককার নারী।"

---

৬২ সূরা নিসা : আয়াত-৩৪।

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "চারটি গুণ দেখে নারীদের বিবাহ করা হয়- সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও দীনদারি। তবে ধার্মিকতার দিক প্রাধান্য দিয়েই তুমি কামিয়াব হও নয়তো তোমার হাত ধুলি ধুসরিত হবে।"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "চারটি বস্তু শুভ লক্ষণ। যথা : ১. নেককার নারী, ২. প্রশস্ত ঘর, ৩. সৎ প্রতিবেশী, ৪. সহজ প্রকৃতির আনুগত্যশীল-পোষ্য বাহন।

পক্ষান্তরে অপর চারটি বস্তু কুলক্ষণ। তার মধ্যে একজন বদকার নারী।"এসব আয়াত ও হাদীস পুরুষদের যেমন নেককার নারী গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি উৎসাহ দেয় নারীদেরকে আদর্শ নারীর সকল গুণাবলী অর্জনের প্রতি। যাতে তারা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নেককার নারী হিসেবে গণ্য হতে পারে।

প্রিয় বোন, তোমার সামনে সে উদ্দেশেই নেককার নারীদের গুণাবলী পেশ করা হচ্ছে। যা চয়ন করা হয়েছে কুরআন, হাদীস ও পথিকৃৎ আদর্শবান নেককার আলেমদের বাণী ও উপদেশ থেকে। তুমি এগুলো শিখার ব্রত গ্রহণ কর। সঠিকরূপে এর অনুশীলন আরম্ভ করো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইলম আসে শিক্ষার মাধ্যমে। শিষ্টাচার আসে সহনশীলতার মাধ্যমে। যে কল্যাণ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তাকে সুপথ দেখান।"

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

- চোখে দেখা কবরের আযাব
- সাহাবায়ে কেরামের গল্প শোনো
- ইলম তলবের গুরুত্ব
- পুশিদাহ রাজ
- ঈমানের পাঠশালা
- তালিবে ইলমের করনীয় বর্জনীয়
- সফল ছাত্র হওয়ার পথ
- কুরবানী ও আকীকা
- আলেমদের প্রতি একগুচ্ছ নসীহা
- পিতা মাতার খেদমত
- তাকওয়া অর্জনের উপায়
- আরশের মেহমান
- আদর্শ নারীর গুণাবলী
- ফায়েলে দুরুদ ও মঞ্জিল
- সেকেন্ডে মিনিটে লক্ষ কোটি নেকী

Desined by MM Graphics 01993-812187

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুস সাঈদ
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযীয
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০